Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Chaitra 30, 1430 Bangla, April 13, 2024, Saturday, No. 104, 54th year

H I G H L I G H T S

Greeting the people on the eve of Pohela Boishakh, the Bangla New Year, Prime Minister Sheikh Hasina has called for working together to build a beautiful future, forgetting past failures. (VOA: 03)

AL GS says, power of festivity will mobilise against all conspiracy & extremism - adds, fight to build a developed & smart BD under leadership of Sheikh Hasina will continue by overcoming all conspiracies. (R. Today: 10)

BNP SG claims this Eid has brought sorrows & sufferings to people as govt. has weakened the economy in a well-planned manner for a long time. Adds, govt. came to power with mandate to make the country dependent on others. (R. Today: 10)

Baisabi, a three-day traditional New Year festival, began yesterday with floating of flowers in rivers and lakes in three districts of Chittagong Hill Tracts. (VOA: 04)

Two Israeli cargo aircraft landed at Dhaka's Hazrat Shahjalal International Airport from Tel Aviv's Ben Gurion International Airport. The unprecedented and secret event happened for the first time on April 7. (R. Tehran: 04)

Court has granted 3-day remand to 5 accused arrested in connection with death of 5 people by tearing the rope of launch tied to paltun at Sadarghat of capital. (R. Today: 09)

Six members including two minors of a family sustained severe burn injuries in a fire likely to be originated from a mosquito coil in Paschim Bhashantek area of Dhaka early Friday. (R. Today: 11)

58 people have been arrested so far in joint operation against KNF in Bandarban. Weapons & money looted from Banks have not been recovered yet. Life in Ruma & Thanchi areas is not normal. (DW: 05)

Paddy has gone under rain water in various parts of Sunamganj. Many farmers are cutting half-ripe paddy from under the water & taking it home. (Jago FM: 15)

Health Department has proposed the project 'Establishment of Rangamati Medical College & Hospital & Nursing College' in Planning Commission. A total of 16,385 pieces of furniture under the project has been estimated at Tk 325.5 million, which the commission claimed was excessive. (Jago FM: 13)

Production and Import of mobile phones is decreasing. But uses of mobile phones are increasing in the country. Unscrupulous businessmen are illegally importing mobile phones by evading VAT. (Jago FM: 15)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
চৈত্র ৩০, বাংলা ১৪৩০, এপ্রিল ১৩, ২০২৪, শনিবার, নং-১০৪, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

অতীতের ব্যর্থতা পেছনে ফেলে, সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে সকল নাগরিকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আগামী রবিবার বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি এ আহ্বান জানান। (ভোয়া: ০৩)

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, উৎসবের শক্তি সংহত হোক সব ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, সব প্রকাশ্য ও অপকাশ্য ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। (রে. টুডে: ১০)

সরকার পরিকল্পিতভাবে অর্থনীতি ভঙ্গুর করায় এবারে দেশের মানুষের কাছে ইদ দুঃখ নিয়ে এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব । তিনি আরও বলেন, আওয়ামী লীগ দেউলিয়া রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছে। দেশকে পরনির্ভরশীল করার ম্যান্ডেট দিয়ে এ সরকার ক্ষমতায় এসেছে। (রে. টুডে: ১০)

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় নদী-হ্রদে ফুল ভাসিয়ে গতকাল থেকে শুরু হয়েছে তিনদিনের ঐতিহ্যবাহী বর্ষবরণ উৎসব বৈসাবি। (ভোয়া: ০৪)

ইসরায়েলি দুটি কার্গো বিমান তেল আবিবের বেন গুরিয়ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। গত ৭ এপ্রিলে প্রথমবারের মত অভূতপূর্ব এবং গোপনীয় ঐ ঘটনাটি ঘটে। (রে. তেহরান: ০৪)

রাজধানীর সদরঘাটে পল্টুনে বাঁধা লঞ্চের রশি ছিঁড়ে ৫জন নিহতের ঘটনায় গ্রেফতার ৫ আসামিকে ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। (রে. টুডে: ০৯)

রাজধানীর ভাসানটেকের একটি বাসায় মশার কয়েল জ্বালাতে গিয়ে আগুন লেগে নারী, শিশুসহ একই পরিবারের ছয়জন দগ্ধ হয়েছেন। (রেডিও টুডে: ১১)

বান্দরবানে কেএনএফ-এর বিরুদ্ধে যৌথ অভিযানে এ পর্যন্ত ৫৮ জনকে আটক করা হয়েছে। অভিযানে কেএনএফের অস্ত্র উদ্ধারের কথা জনানো হলেও রুমার ব্যাংক থেকে লুট হওয়া অস্ত্র এখনো উদ্ধার হয়নি। থানচির দুই ব্যাংক থেকে ডাকাতি হওয়া টাকাও উদ্ধার হয়নি। হচ্ছে। রুমা ও থানচি এলাকার জনজীবন এখনো স্বাভাবিক হয়নি। (ডয়চে ভেলে: ০৫)

সুনামগঞ্জের বিভিন্ন হাওরে বৃষ্টির পানিতে তলিয়ে গেছে ধান। অনেকেই পানির নিচ থেকে আধাপাকা ধান কেটে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। (জাগো এফএম: ১৫)

পরিকল্পনা কমিশনে `রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ স্থাপন, প্রকল্পের প্রস্তাব করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। প্রকল্পের আওতায় মোট ১৬ হাজার ৩৮৫টি আসবাবপত্রের জন্য ৩২ কোটি ৫৫ লাখ টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা অত্যধিক বলে দাবি করেছে কমিশন। (জাগো এফএম: ১৩)

দেশে মোবাইল ফোনের উৎপাদন কমছেই। বিদেশ থেকে মোবাইল ফোনের আমদানিও নিম্নমুখী। অথচ দেশের মানুষের হাতে মোবাইল ফোন বাড়ছে। ভ্যাট ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে মোবাইল আনছে অসাধু ব্যবসায়ীরা। (জাগো এফএম: ১৫)

বিবিসি

বাংলাদেশে চাঁদ দেখার বিষয়টি চূড়ান্ত হয় কীভাবে?

বাংলাদেশে ইদ উল ফিতরের দিন চূড়ান্ত হয় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের চাঁদ দেখা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। সাধারণত রোজার মাস শেষ হওয়ার দিকে অর্থাৎ ২৯ রোজার দিন বিকেলে এ কমিটি বৈঠকে বসে। সেদিন যদি দেশের কোথাও চাঁদ দেখা যায় তাহলে পরদিন ইদের ঘোষণা দেয় ফাউন্ডেশন আর তা না হলে ত্রিশ রোজা শেষেই ইদ হয়ে থাকে। এবারও ২৯ রমজানের দিন সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা কমিটি বৈঠকে বসবে ধর্মমন্ত্রীর নেতৃত্বে।

কিভাবে কাজ করে চাঁদ দেখা কমিটি?

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যে বিভাগটি চাঁদ দেখার মূল দায়িত্ব পালন করেন সে বিভাগটির দায়িত্বে আছেন প্রতিষ্ঠানটির দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের পরিচালক মোজাহারুল মান্নান।

মি: মান্নান বলছেন, চাঁদ দেখার সংবাদ নিশ্চিত করার জন্য ঢাকায় ধর্মমন্ত্রীর নেতৃত্বে বৈঠকে বসবেন চাঁদ দেখা কমিটির সদস্যরা, যেখানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করে থাকেন। তাঁর দেয়া তথ্য অনুযায়ী, মূল চাঁদ দেখা কমিটির সাথে একযোগে প্রতিটি জেলায় একটি করে কমিটি কাজ করে। দেশের কোথাও চাঁদ দেখা গেলে সেটি স্থানীয় প্রশাসন বা ইসলামিক ফাউন্ডেশন সংশ্লিষ্টদের মাধ্যমে জেলা কমিটির কাছে পৌঁছায়। পরে জেলা প্রশাসন দ্রুত সেটি নিশ্চিত করে বিভিন্ন ভাবে- যেমন স্থানীয় অনেকে চাঁদ দেখেছে কি-না কিংবা স্থিরচিত্র বা ভিডিও চিত্র এসব দ্রুত সংগ্রহ করে নিশ্চিত হয়ে থাকে স্থানীয় প্রশাসন। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৩.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

ভয়েস অফ আমেরিকা

`আসুন সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে একযোগে কাজ করি,: বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা বার্তায় শেখ হাসিনা

অতীতের ব্যর্থতা পেছনে ফেলে, সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে বাংলা নববর্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে সকল নাগরিকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আগামী রবিবার (১৪ই এপ্রিল) বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপিত হবে। শুক্রবার (১২ই এপ্রিল) বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে এক ভিডিও বার্তায় শেখ হাসিনা আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "আসুন, নতুন বছরে অতীতের সব ব্যর্থতা-দুঃখ-গ্লানি পেছনে ফেলে সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের লক্ষ্যে একযোগে কাজ করি।„ রবিবার উৎসবমুখর পরিবেশে বাংলাদেশে পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপিত হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "বর্ষ পরিক্রমায় আবার আমাদের মাঝে ফিরে এসেছে নতুন বছর। আপনারা যারা দেশে-বিদেশে অবস্থান করছেন, বাংলাদেশের সকল ভাইবোনকে জানাই বঙ্গাব্দ ১৪৩১-এর শুভেচ্ছা। শুভ নববর্ষ।„

পয়লা বৈশাখ বাংলা সনের প্রথম দিন। এ দিনটি বাংলাদেশে নববর্ষ হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়। এটি বাঙালির একটি সর্বজনীন লোকউৎসব। এদিন আনন্দঘন পরিবেশে বরণ করে নেয়া হয় নতুন বছরকে। কল্যাণ ও নতুন জীবনের প্রতীক হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয় বাংলা নববর্ষকে। বাংলা পিডিয়া অনুসারে এক সময় নববর্ষ উদযাপিত হতো ঋতুধর্মী উৎসব হিসেবে। তখন এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো কৃষির, কারণ কৃষিকাজ ঋতুনির্ভর। কৃষিকাজের সুবিধার্থেই মুগল সম্রাট আকবর ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১০/১১ মার্চ বাংলা সন প্রবর্তন করেন এবং তা কার্যকর হয় তাঁর সিংহাসন-আরোহণের সময় থেকে (৫ই নভেম্বর ১৫৫৬)। হিজরি চান্দ্র সন ও বাংলা সৌর সনকে ভিত্তি করে বাংলা সন প্রবর্তিত হয়। নতুন সনটি প্রথমে `ফসলি সন, নামে পরিচিত ছিলো, পরে তা বঙ্গাব্দ নামে পরিচিত হয়। বাংলা নববর্ষ আকবরের সময় থেকে থেকে উৎসবের রূপ লাভ করে। সে সময় বাংলার কৃষকরা চৈত্র মাসের শেষদিন পর্যন্ত জমিদার, তালুকদার এবং অন্যান্য ভূ-স্বামীর খাজনা পরিশোধ করতো। পরদিন নববর্ষে সাধারণ মানুষকে মিষ্টিমুখ করাতেন ভূস্বামীরা। এ উপলক্ষ্যে তখন মেলা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। ক্রমান্বয়ে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে পয়লা বৈশাখ আনন্দময় ও উৎসবমুখী হয়ে ওঠে এবং বাংলা নববর্ষ শুভ দিন হিসেবে উদ্‌যাপিত হতে থাকে। বাংলা নববর্ষের অন্যতম উপাদান হালখাতা। গ্রামে-গঞ্জে-নগরে ব্যবসায়ীরা নববর্ষের প্রারম্ভে তাদের পুরানো হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন করে, নতুন খাতা খুলতেন। এ উপলক্ষ্যে তারা নতুন-পুরাতন খরিদদারদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মিষ্টি বিতরণ করতেন এবং নতুনভাবে তাদের সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগসূত্র স্থাপন করতেন। চিরাচরিত এ অনুষ্ঠানটি আজো পালিত হয়।

নববর্ষের উৎসব বাংলার গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণত নববর্ষে তারা বাড়িঘর পরিষ্কার রাখে, ব্যবহার্য সামগ্রী ধোয়ামোছা করে এবং সকালে স্নান সেরে পূত-পবিত্র হয়। দিনটিতে ভালো খাওয়া, ভালো থাকা এবং ভালো পরতে পারাকে তারা ভবিষ্যতের জন্য মঙ্গলজনক বলে মনে করে। নববর্ষে ঘরে ঘরে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশীদের আগমন ঘটে। মিষ্টি-পিঠা-পায়েস-সহ নানা রকম লোকজ খাবারের আয়োজন থাকে ঘরে ঘরে। থাকে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময়। প্রিয়জনকে উপহার দেওয়ার মাধ্যমে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় হয়; যা শহরাঞ্চলে বহুল প্রচলিত। নববর্ষকে উৎসবমুখর করে

তোলে বৈশাখী মেলা। এটি মূলত সর্বজনীন লোকজ মেলা। এ মেলা অত্যন্ত আনন্দঘন। স্থানীয় কৃষিজাত দ্রব্য, কারুপণ্য, লোক শিল্পজাত পণ্য, কুটির শিল্পজাত সামগ্রী, সব প্রকার হস্তশিল্পজাত ও মৃৎশিল্পজাত সামগ্রী এই মেলায় পাওয়া যায়। বর্তমান সময়ের নগরজীবনে, নগর-সংস্কৃতির আদলে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। পয়লা বৈশাখের প্রভাতে উদীয়মান সূর্যকে স্বাগত জানানোর মধ্যদিয়ে শুরু হয় নববর্ষের উৎসব। এ সময় নতুন সূর্যকে প্রত্যক্ষ করতে উদ্যানের কোনো বৃহৎ বৃক্ষমূলে বা লেকের ধারে অতি প্রত্যুষে নগরবাসী সমবেত হয়।

বর্ষবরণের চমকপ্রদ ও জমজমাট আয়োজন ঘটে রাজধানী ঢাকায়। এখানে বৈশাখী উৎসবের অনুষ্ঠানমালা এক মিলন মেলার সৃষ্টি করে। নববর্ষের প্রথম প্রভাতে রমনা উদ্যান ও এর চারপাশের এলাকায় উচ্ছল জনস্রোতে সৃষ্টি হয় জাতীয় বন্ধন। ছায়ানটের উদ্যোগে জনাকীর্ণ রমনার বটমূলে রবীন্দ্রনাথের আগমনী গান `এসো হে বৈশাখ এসো এসো,-এর মাধ্যমে নতুন বর্ষকে বরণ করা হয়। ১৩৭২ বঙ্গাব্দে (১৯৬৫) ছায়ানট প্রথম এ উৎসব শুরু করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের বকুলতলার প্রভাতী অনুষ্ঠানে নববর্ষকে সম্ভাষণ জানানো হয়। এখানকার চারুশিল্পীদের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, নববর্ষের আহ্বানকে করে তোলে নয়ন মনোহর এবং গভীর আবেদনময়। এ শোভাযাত্রা উপভোগ করে সব শ্রেণির মানুষ। দিনটিতে শহিদ মিনার প্রাঙ্গণ, টিএসসি এবং চারুকলা ইনস্টিটিউট-সহ সমগ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা পরিণত হয় বিশাল জনসমুদ্রে। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ১২.০৪.২০২৪ নারগীস)

বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলায় শুরু হয়েছে বৈসাবি উৎসব

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় নদী-হ্রদে ফুল ভাসিয়ে শুক্রবার (১২ এপ্রিল) থেকে শুরু হয়েছে তিনদিনের ঐতিহ্যবাহী বর্ষবরণ উৎসব বৈসাবি। চাকমা নৃগোষ্ঠীর বিজু উৎসব এবং ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর হারি বৈসু উদ্‌যাপনের মধ্যদিয়ে শুরু হলো বৈসাবি। দিনটিতে চাকমা জনগোষ্ঠীর মানুষ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান করে থাকেন। ফুলের অধিক ব্যবহার হয় বলে চাকমারা বলে `ফুল বিজু,। শুক্রবার ভোরে খাগড়াছড়ি সদরের খবংপুড়িয়া এলাকায় চেঙ্গী নদীতে ফুল উৎসর্গ করতে শত শত চাকমা শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী, নানা বয়সী নারী-পুরুষ ভিড় জমান। সবাই দলবদ্ধ হয়ে কলা পাতায় ফুল সাজিয়ে সৃষ্টির উৎসের প্রতি উৎসর্গ করেন। ফুলে ফুলে বর্ণিল হয়ে উঠে চেঙ্গী নদীর দু,পাশ। সূর্যোদয়ের আগে, শিশু-কিশোররা হল্লা করে ফুল তুলতে বের হয়।

উৎসবে পাহাড়ি পল্লীর বিভিন্ন খাল ও প্রাকৃতিক ছড়া ফুলে ফুলে ভরে যায়। শিশুরা নদীতে আনন্দ উল্লাস করে নতুন বছরকে আহ্বান জানায়। পাহাড়ের মানুষ ফুল দিয়ে সাজিয়েছে ঘরবাড়ি, আঙ্গিনা। শুক্রবার সকালে চেঙ্গী নদীতে ফুল পূজা করে ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের মানুষ `বৈসু, উৎসবের সূচনা করে। আর পয়লা বৈশাখ থেকে শুরু হবে মারমাদের `সাংগ্রাই, উৎসব । এই উৎসবের মধ্যে দিয়ে পুরনো বছরকে বিদায় ও নতুন বছরকে স্বাগত জানানো হয়। রাঙ্গামাটি রাজবাড়ি ঘাটে বৈসাবি উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে ভোরে তরুণ-তরুণীরা ফুল ভাসায়। এর মধ্যদিয়ে তিনদিন উৎসবের সূচনা করা হয়। অন্যদিকে, গর্জনতলীতে ত্রিপুরা কল্যাণ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গঙ্গা দেবীর উদ্দেশ্যে ফুল ভাসানোর মাধ্যমে ত্রিপুরাদের বৈসুক উৎসবের উদ্বোধন করেন রাঙ্গামাটি সংসদ সদস্য দীপংকর তালুকদার। দীপংকর তালুকদার বলেন, পার্বত্য অঞ্চলের সব সম্প্রদায়ের প্রাণের উৎসব বৈসাবি। এই উৎসব পার্বত্য অঞ্চলের সব সম্প্রদায়কে একসুত্রে বেধেছে। পাহাড়ে সকল সম্প্রদায়ের মিলন মেলা বৈসাবি। এই উৎসবের মধ্যেমে পার্বত্য অঞ্চলে সব সম্প্রদায়ের মাঝে সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় হবে। বৈসাবির উৎসবকে কেন্দ্র করে তিনদিনে আনন্দ উৎসবে মেতে থাকবে পার্বত্য অঞ্চলের সব সম্প্রদায়ের মানুষ। শনিবার (১৩ এপ্রিল) মূল বিজু উৎসব পালন করবে পাহাড়ের জনগোষ্ঠী। আগামী ১৬ এপ্রিল সাংগ্রাই জলোৎসবের মধ্যে দিয়ে উৎসবের সমাপ্তি ঘটবে।

রাজধানী ঢাকাতে ব্যাপক আনন্দ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত পাহাড়িদের প্রাণের উৎসব বৈসাবি। শুক্রবার (১২ এপ্রিল) সকালে, ঢাকায় বসবাসরত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বৈসাবি উৎসবে অংশ নেন। মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মশিউর রহমান ঐতিহ্যবাহী বৈসাবি উৎসবের উদ্বোধন করেন। সকাল ৯ টায় ঢাকার বেইলি রোডে অবস্থিত শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয়। শেষ হয় বেইলি রোড ও রমনা পার্কের ভেতর দিয়ে পার্কে অবস্থিত লেকের প্রান্তে। এসময় রমনা লেকের পানিতে ফুল ভাসানো হয়। সচিব মশিউর রহমান জানান, পার্বত্য ৩ জেলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ, পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার একটি অন্যতম অংশ হলো এই ঐতিহ্যবাহী বৈসাবি উৎসব। এখানে ৩ পার্বত্য জেলার ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ১২.০৪.২০২৪ নারগীস)

রেডিও তেহরান

বাংলাদেশের বুকে ঘটে গেলো একটি নজিরবিহীন ঘটনা

প্রথমবারের মতো ইসরায়েলি দুটি কার্গো বোয়িং ৭৪৭-৪০০ বিসিএফ বিমান তেল আবিবের বেন গুরিয়ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। গত ৭ এপ্রিলে প্রথমবারের মত

অভূতপূর্ব এবং গোপনীয় ঐ ঘটনাটি ঘটে। ন্যাশনাল এয়ার কার্গো ইনকর্পোরেটেড ইউএসএ দ্বারা নিবন্ধিত ও পরিচালিত পণ্যসম্ভার বিমানটি একইদিনে ঢাকা ছেড়ে যায়। ফ্লাইট নম্বর N8848 (NCR848) এর অধীনে একই কোম্পানির আরো একটি বিমান ১১ এপ্রিল সরাসরি তেল আবিব থেকে ঢাকায় আসে এবং ১২ এপ্রিল ঢাকা ছেড়ে যায়। যদিও বাংলাদেশ ও ইসরায়েলের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই, এবং বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে ইসরাইলকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না, তা সত্বেও সাম্প্রতিক অতীতে এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ ইসরায়েলের কাছ থেকে উন্নত নজরদারি সরঞ্জাম এবং স্পাইওয়্যার সংগ্রহ করেছে। এই প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশী সামরিক গোয়েন্দা কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং বেশ কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থা ও ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে।
(রেডিও তেহরান: ২০৩০ ১২.০৪.২০২৪ এলিনা, গাজী আবদুর রশীদ)

চলমান আন্দোলন বাংলাদেশকে ফিরে পাবার আন্দোলন : আমির খসরু

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশকে যতদিন ফেরত না পাই ততদিন আন্দোলন সংগ্রাম চলমান থাকবে। বিএনপির হারানোর কিছু নেই। মন্ত্রীত্ব কিংবা এমপি হবার জন্য এই চলমান আন্দোলন না। আজ (শুক্রবার) চট্টগ্রামের মেহেদীবাগ এলাকায় এক ঈদ পুনর্মিলনীতে তিনি এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'চলমান আন্দোলন বাংলাদেশকে ফিরে পাবার আন্দোলন। এটা চলবে।(রে. তেহরান: ২০৩০ ১২.০৪.২০২৪ এলিনা, গাজী আবদুর রশীদ)

এনএইচকে

পূর্ব চীন সাগরে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার যৌথ মহড়া প্রত্যক্ষ করেছে গণমাধ্যম

পূর্ব চীন সাগরে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার যৌথ সামুদ্রিক মহড়া গণমাধ্যমকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করার বিরল অনুমতি দিয়েছে মার্কিন সামরিক বাহিনী। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার জাপানের ওকিনাওয়া জেলার মূল দ্বীপের উত্তর দিকের সমুদ্রে মহড়া পরিচালনা করে মার্কিন নৌবাহিনী, জাপানের নৌ-আত্মরক্ষা বাহিনী বা এমএসডিএফ এবং দক্ষিণ কোরীয় নৌবাহিনী। মার্কিন পরমাণু শক্তি চালিত বিমানবাহী রণতরী থিওডোর রুজভেল্ট'সহ তিনটি দেশের মোট ছয়টি জাহাজ এতে অংশ নেয়। গত বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং দক্ষিণ কোরীয় গণমাধ্যমকে রণতরীটির ফ্লাইট ডেক থেকে জেটবিমান উড্ডয়ন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ দেয় মার্কিন সেনাবাহিনী। যৌথ মহড়ার মধ্যে ডুবোজাহাজ শনাক্তকরণের জন্য উপাত্ত ভাগাভাগির পাশাপাশি তা অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযানে ব্যবহার করার প্রক্রিয়াসমূহ নিশ্চিতকরণও অন্তর্ভুক্ত ছিল।
জাপানের এমএসডিএফ'এর ভাষ্যানুযায়ী, গণমাধ্যমকে তিনটি দেশের যৌথ সামুদ্রিক মহড়া প্রত্যক্ষ করার অনুমতি দেওয়া বিরল এবং কমপক্ষে পাঁচ বছরের মধ্যে তারা এবারই প্রথমবারের মতো এই সুযোগ পেয়েছে।
(এনএইচকে ওয়েব পেজ : ১২.০৪.২০২৪ নারগীস)

ডয়চে ভেলে

যৌথ অভিযানের মুখে আত্মগোপনে কুকি-চীন

বান্দরবানে কুকি-চীন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ)-এর বিরুদ্ধে যৌথ অভিযানে এ পর্যন্ত ৫৮ জনকে আটক করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কেএনএফের একজন উপদেষ্টাও রয়েছেন বলে যৌথ বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানে সর্বশেষ কেনএনএফের একজন উপদেষ্টা লাল লিয়ান সিয়াম বমকে আটক করা হয়েছে ১০ এপ্রিল। এ নিয়ে যৌথ অভিযানে মোট ৫৮ জনকে আটক করা হয়েছে। অভিযানে কেএনএফের অস্ত্র উদ্ধারের কথা জনানো হলেও রুমার ব্যাংক থেকে লুট হওয়া অস্ত্র এখনো উদ্ধার হয়নি। থানচির দুই ব্যাংক থেকে ডাকাতি হওয়া টাকাও উদ্ধার হয়নি বলে ডয়চে ভেলেকে জানিয়েছেন সেনাবাহিনীর বন্দরবান রুমা জোনের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল কে এম আরাফাত আমিন। যৌথ অভিযানে রুমা ও থানচি এলাকায় আট শতাধিক সেনা, বিজিবি, পুলিশ, র‍্যাব ও আনসার সদস্য মোতায়েন আছে। এই দুইটি উপজেলায় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। রুমা ও থানচি এলাকার জনজীবন এখনো স্বাভাবিক হয়নি। সেখানে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। এই অবস্থার মধ্যেই পাহাড়ে শুরু হয়েছে নববর্ষ উৎসব বৈসাবি (বিজু, সাংরাই, বৈসুক) । অভিযানের মধ্যে চলাচল ও নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি পণ্য পরিবহণে নিষেধাজ্ঞার কথা জানিয়েছেন কেউ কেউ। তবে কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা নেই বলে যৌথ বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। যৌথ অভিযানে সর্বশেষ কেনএনএফের একজন উপদেষ্টা লাল লিয়ান সিয়াম বমকে আটক করা হয়েছে ১০ এপ্রিল। এ নিয়ে যৌথ অভিযানে মোট ৫৮ জনকে আটক করা হয়েছে। তাদের সবাইকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তাদের কাছ থেকে সাতটি দেশীয় বন্দুক, ২০টি গুলি, ল্যাপটপ, ইউনিফর্ম, বুটসহ বেশ কিছু অস্ত্র ও সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। অন্যদিকে কেএনএফ প্রধান নাথান বমের স্ত্রী রুমা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নার্স লাল সমকিম বমকে বদলি করা হয়েছে। তাকে লালমনিরহাট ২৫০ শয্যার হাসপাতালে বদলি করা হয়।

বান্দরবানের পুলিশ সুপার সৈকত শাহীন বলেন, যৌথ বাহিনীর অভিযান চলমান আছে। এই অভিযানে আমরা কুকি-চীনের সদস্যদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছি। গত ২ এপ্রিল রাতে বান্দরবানের রুমা উপজেলায় সোনালী ব্যাংক এবং পরের দিন ৩ এপ্রিল দুপুরে একই জেলার থানচি উপজেলার সোনালী ও কৃষি ব্যাংকে হামলা চালায় কেএনএফ সদস্যরা। তারা রুমার ব্যাংক থেকে ১৪টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং থানচি থেকে ১১ লাখ টাকা ডাকাতি করে নিয়ে যায়। যৌথ বাহিনীর অভিযানের টার্গেট: সেনাবাহিনীর বন্দরবানের রুমা জোনের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল কে এম আরাফাত আমিন ডয়চে ভেলেকে বলেন, কেএনএফের সন্দেহভাজন অবস্থানগুলোতে তল্লাশি অব্যাহত আছে। তাদের ব্যবহৃত অস্ত্রসহ নানা ইকুইপমেন্ট উদ্ধারে তল্লাশি চলছে। আমাদের অভিযানের মূল উদ্দেশ্য কেএনএফ এবং তাদের সহযোগীদের গ্রেপ্তার করা। তার কথা, সাধারণ মানুষ ও যানবাহন চলাচলে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে যেহেতু এখানে অপারেশন চলছে। তারা বেশ কিছু সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করেছে। তাই স্বভাবিক কারণেই সাধারণ মানুষের চলাচল যেভাবে স্বাভাবিক হয়, অতটা স্বাভাবিক নেই। লোকজন চলাফেরা করছে, তবে কম। আমরা কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিনি। তারা হয়ত চিন্তা করছেন একদম জরুরি কাজ ছাড়া অন্যান্য কাজ পরে করবেন। এ কারণে মুভমেন্ট কম, গাড়ি-ঘোড়া একটু কম চলছে। তিনি বলেন, রুমা থেকে লুট হওয়া অস্ত্রগুলো এখনো উদ্ধার হয়নি। সেখান থেকে তারা ব্যাংকের টাকা নিতে পারেনি। আর থানচির দুই ব্যাংক থেকে যে টাকা তারা লুট করেছে তা-ও উদ্ধার হয়নি। অস্ত্র ও টাকা উদ্ধারে আমরা অভিযান চালাচ্ছি। তবে আমরা ওদের ব্যবহৃত অস্ত্র, পোশাক, মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ এগুলো উদ্ধার করেছি। এখানো কুকি-চীনের কিছু সদস্য পাহাড়ে ও পাহাড়ি জনপদে আত্মগোপন করে আছে। তারা পাহাড়ের খাদে, গিরিতে লুকিয়ে আছে। কিছু পালিয়ে গেছে। কিছু পালানোর চেষ্টা করছে। তাদের সঠিক অবস্থান আমরা চিহ্নিত করার চেষ্টা করছি, বলেন এই সেনা কর্মকর্তা। তার কথা, "নাথান বমের বাড়ি রুমা সদরে হলেও দুই বছর ধরে তিনি এখানে আর থাকে না। তার অবস্থান সম্পর্কে আমাদের কাছে কিছু তথ্য আছে। আমরা তাকে সর্ভিলেন্সে রেখেছি।

বর্তমান পরিস্থিতি

বম সম্প্রদায়ের লোকজন বোয়াংছড়ি, রুমা এবং থানচির একাংশে বসবাস করেন। তাদের মোট জনসংখ্যা ১৭ হাজারের মতো হবে বলে জানান কেএনএফের সঙ্গে শান্তি সমঝোতা কমিটির সদস্য সচিব কাঞ্চন জয় তঙচঙ্গা। তিনি বলেন, ওই তিন এলাকায় অভিযানের কারণে সেখানে কিছুটা থমথমে অবস্থা রয়েছে। কিন্তু পাহাড়ের অন্য এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। বৈসাবি উৎসব শুরু হয়ে গেছে জানিয়ে তিনি বলেন, এই উৎসবে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি। তবে বম সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক আছে। আর রুমার পাইন্দু ইউনিয়নের চেয়ারম্যান উহ্লামং মার্মা বলেন, অভিযান চলার মধ্যে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। বম সম্প্রদায়ের অনেকে ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। বিশেষ করে রুমা সদরের হেডপাড়া এলাকা, যেখানে নাথান বমের বাড়ি, সেখান থেকে অনেক বম পরিবার বাড়ি-ঘর ছেড়েছে বলে জানা গেছে। থানচি উপজেলা চেয়ারম্যান থোয়াই হ্লা মং মার্মা বলেন, পুরো জেলায় যানবাহন বা জন চলাচলে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে অভিযান চলার কারণে বাইরে লোকজন কম বের হচ্ছে। আর কুকি-চীনরা যানবাহন বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দিয়েছিল। সেই কারণে যানবাহন চলাচল কম। একদিকে ঈদ, অন্যদিকে পাহাড়ে বৈসাবি উৎসব- ফলে এমনিতেও লোকজন কম। তবে তিনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, "যেসব এলাকা `সন্দেহজনক', আর বম জনগোষ্ঠী যেখানে বসবাস করে, তাছাড়া সন্দেহভাজনদের চলাচলে পথে নিষেধাজ্ঞা ও নজরদারি আছে। পাঁচ কেজির বেশি চাল পরিবহণ না করাসহ আরো কিছু নিয়ন্ত্রণের মধ্যে তারা আছেন। রুমা উপজেলা চেয়ারম্যান উহ্লাচিং মারমা বলেন, "অভিযানের `টার্গেট' বম সম্প্রদায়। কেএনএফের প্রধান নাথান বম ওই সম্প্রদায়ের। তবে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সবার চেহারা তো প্রায় একই রকম। ফলে চেহারা দেখে বমদের সাধারণভাবে চেনা যায় না। এ কারণে অন্য সম্প্রদায়ের লোকজনের মধ্যেও আতঙ্ক আছে। আসলে এই এলাকার পরিস্থিতি এখন থমথমে। ব্যবসা-বণিজ্যও তেমন চলছে না। ব্যাংকের শাখাগুলো এখন জেলা সদরে নিয়ে পরিচালনা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, পাঁচ কেজির বেশি চাল পরিবহণে বমদের ওপর নিষেধাজ্ঞার কথা আমার জানা নেই। তবে অভিযানের কারণে কোনো কোনো বম পরিবার আত্মগোপনে গিয়ে থাকতে পারে। অভিযানের কারণে কেউ চলে গেছে, কেউ পালিয়েছে- এরকম হয়েছে। তিনি আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, বৈসাবি উৎসবে কোনো বাধা নেই। সরকারের দিক থেকে কোনো নিষেধও নাই। তারপরও যে পরিস্থিতি বুঝতেই পারছেন, তাতে উৎসব তো সেইরকম হয় না। আর র‍্যাব ১৫-র কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ এইচ সাজ্জাদ হোসেন বলেন, "আমরা সেনাবাহিনীর সঙ্গে যৌথ অভিযানে আছি। এই অভিযান চলবে। ওই এলাকায় যানবাহন, পণ্য পরিবহণ বা জন চলাচলে কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা নাই। সাধারণ ও নীরিহ মানুষ যাতে কোনোভাবেই হয়রানির শিকার না হয় সে ব্যাপারে আমরা সতর্ক আছি।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৩.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

বাঙালির জীবনে উৎসব ছাড়া আর কী আছে

এবার ইদ আর বাংলা নবর্ষের উৎসব প্রায় একাকার হয়ে গেছে। এমন এক সময়ে বাঙালির উৎসব নিয়ে কথা বলেছেন একুশে পদকপ্রাপ্ত বরেণ্য সংগীত শিল্পী খুরশীদ আলম।

ডয়চে ভেলে: এবার ইদ এবং পহেলা বৈশাখ প্রায় একই সময়ে। বাঙালি জীবনে এই উৎসবের গুরুত্ব কতটা?

খুরশীদ আলম: বাঙালি জাতি পহেলা বৈশাখকে অনেক গুরুত্ব দেয়। বাংলাদেশে যতগুলো উৎসব-পার্বন আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পহেলা বৈশাখকে প্রাধান্য দেন। ১৯৪৭ সালের পর থেকেই এটা ছিল। পাকিস্তান আমলে একটু প্রেসার ছিল, সে কারণে হয়ত ভালোভাবে করতে পারেনি। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পরে এটা আরো ভালোভাবে উদ্‌যাপন হচ্ছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে নানা স্থানে, সাংস্কৃতিক সংগঠন সবাই এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। এটা আমাদের ঐতিহ্য। এটা আমাদের ঐতিহ্য ধরে রাখতে, সংস্কৃতির বিকাশে কতটা ভূমিকা রাখছে? পাকিস্তান আসলে রমনা বটমূলের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান তো প্রতিবাদের ভাষা ছিল। আগে যেটা ছিল পহেলা বৈশাখ রমনা বটমূলে হতো, শহিদ মিনারে হতো। বোমা হামলাসহ নানা কারণে একটু ছোট হয়েছে। কিন্তু লোকের যে চাওয়া, প্রত্যেকেই চায় পহেলা বৈশাখকে ভালোভাবে উদ্‌যাপন করতে। বোমা হামলার পর সবাই একটু সতর্ক থাকে। সরকারিভাবেই হোক আর যারা অনুষ্ঠান আয়োজন করে সবাই। তারপরেও আমরা আমোদ-ফুর্তি করতে খুব ভালোবাসি। এটা ছায়ানট শুরু করেছিল। তারপর সুরের ধারা শুরু করলো। এরপর আস্তে আস্তে সবাই করছে।

ডয়চে ভেলে: এটাকে তো আমরা সার্বজনীন উৎসব বলি। এটা সার্বজনীন হওয়ার কারণ কী?

খুরশিদ আলম: আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই উৎসব পালন করে আসছি। শুরুতে মঙ্গল শোভাযাত্রা, মঙ্গলদীপ সেটা আগে কম ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এটা শুরু হয়। তারপরেও ধরেন, বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মতামত থাকতে পারে। কেউ পছন্দ করে, কেউ পছন্দ করে না। সবাই যে পহেলা বৈশাখ উৎসব পালনকে বরণ করে নেয়, এটা আমি বিশ্বাস করি না। অনেকে আছে এটাকে পছন্দ করে না। এটা যেকোনো ধর্মেরই হতে পারে।

ডয়চে ভেলে: এটা তো একটা অসাম্প্রদায়িক উৎসব..

খুরশিদ আলম: অবশ্যই। সবারই করা উচিত। সবাই করে। কিন্তু তারপরও কিছু লোক থাকে না। কিছু ভালো-মন্দ তো সবখানেই থাকে।

ডয়চে ভেলে: ইদের গুরুত্ব বাঙালির জীবনে কতটা?

খুরশিদ আলম: আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি ইদ হলো সবাইকে নিয়ে আনন্দ করা। ধনী-গরিবের ভেদাভেদ থাকা উচিত না বলে আমি বিশ্বাস করি। আগে যারা পাড়া-মহল্লার সরদার ছিলেন, তারা ইদের দিন দুস্থ ও গরিবদের সেমাই জামাকাপড় দিতেন। এখনও দেয় শো-আপ করার জন্য । আগে এতটা প্রচারের বিষয় ছিল না। কেউ ৫০০ দিয়ে পাঁচ হাজার বলেন। মন্ত্রী মহোদয় ক্যামেরার সামনে ছাড়া দেবেন না। সবাই চায় আমি ফেসবুকে দেবো। টেলিভিশনে যাবে। তখন অবশ্য টেলিভিশন ছিল না। আর তখন যারা দান খয়রাত করতেন গোপনেই করতেন।

ডয়চে ভেলে: কখনো কখনো এই উৎসবে বৈষম্য কি প্রকট হয়ে ওঠে?

খুরশিদ আলম: অবশ্যই। এখন কাউকে ৫০০০ টাকা দিলেই সেটা প্রচার করা হয় টেলিভিশনে, ফেসবুকে। আগে এটা ছিল না। আগে একটা মানবিক দিক ছিল। তারা বলতে না- আমি এত লোককে খাওয়ালাম, এত লোককে পাঞ্জাবি দিলাম।

ডয়চে ভেলে: আগে তো পত্রিকার ইদ সংখ্যা, পহেলা বৈশাখের প্রকাশনা হতো। এখন তো সব ডিজিটাল হয়ে গেছে..

খুরশিদ আলম: ইত্তেফাক বের হতো। বেগম বের হতো। চিত্রালী বের হতো। চিত্রাকাশ বের হতো। সিনেমা বের হতো। এখন সেগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কোনোরকমে ইত্তেফাক টিকে আছে। এখন সবাই তো মোবাইলের দিকে আকৃষ্ট হয়ে গেছে।

ডয়চে ভেলে: সাহিত্য চর্চার একটা সময় ছিল ইদ, পহেলা বৈশাখ কেন্দ্র করে। সেটা কি কমে গেছে?

খুরশিদ আলম: অত বিস্তারিত আমি বলতে পারবো না। তবে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলা অ্যাকাডেমির বই মেলায় আগে যারা লিখতেন, তাদের লেখার যে মান তার সঙ্গে তুলনা করে আমি কাউকে ছোট করছি না, তবে তখন যারা সাহিত্য চর্চা করতেন, তারাই প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। হতে পারে একজন চিকিৎসক তিনি কবিতা, গল্প লিখতে পারেন। এখন আমি গান গাই, আবার কবিতা উপন্যাসও লিখছি। এরকম হচ্ছে আজকাল।

ডয়চে ভেলে: ঈদে তো নতুন গান বের হতো..

খুরশিদ আলম: বললাম তো মোবাইল একদিকে আমাদের অনেক উপকার করেছে। আবার আরেকটা হয়েছে যে আগে যেমন ক্যাসেট, সিডি কেনার চল ছিল, সেটা এখন আর নাই।

ডয়চে ভেলে: পূজাও তো একটি বড় উৎসব...

খুরশিদ আলম: যেরকম ইদের মধ্যে হিন্দুরাও অংশগ্রহণ করতেন, তেমনি পূজার মধ্যে মুসলমানরাও অংশগ্রহণ করতেন। আগে রমনা রেসকোর্সের মন্দিরেই সবচেয়ে বড় পূজা হতো। তারপরে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে, রামকৃষ্ণ মিশনে হতো। এখন উত্তরায় আলাদা একটা পূজা হয়, গুলশানে আলাদা হয়েছে। আমরা আলাদা আলাদা হয়ে গেছি।

ডয়চে ভেলে: আমরা সব মিলিয়ে কি একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি? বা একটু একটু সাম্প্রদায়িকতা ঢুকছে আবার?

খুরশিদ আলম: সাম্প্রদায়িকতা নয়। আমি বড়, আমি একটা করে দেখাচ্ছি। তোমরা গরিব, তোমরা কিছু করতে পারবেনা।

ডয়চে ভেলে: আপনার শৈশবের ইদ, পূজা, পহেলা বৈশাখ নিয়ে যদি বলতেন..

খুরশিদ আলম: আমাদের সময় কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে শিক্ষিত, কে শিক্ষিত না- এই ভেদাভেদটা কম ছিল। ওই যে আনন্দ ওইটাই ছিল আসল। এখনো আছে, অবশ্যই আছে। এখন কর্পোরেটরা গান প্রকাশ করছে, পূজা করছে, পহেলা বৈশাখ করছে। তখন কিন্তু শিক্ষিত সমাজ, পাঠশালা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যেকে অংশগ্রণ করতো। আমি বিশ্বাস করি যে, বাঙালি জাতি আমরা খুব ইমোশনাল। এটা তারা কাটিয়ে উঠবে।

ডয়চে ভেলে: তাহলে বাঙালির উৎসবে কি কর্পোরেট কালচার ঢুকে যাচ্ছে?

খুরশিদ আলম: কর্পোরেট আসছে। তাদের প্রাধান্যটাই এখন বেশি। আগে দেখা গেছে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এক জায়গায় গেছেন, আরেক জায়গায় হয়তো ঢাকা কলেজের তখনকার প্রিন্সিপাল জালাল স্যার গেছেন। এখন হলো আমি যাবো, আমার পয়সা আছে। আমাকে যেতে হবে।

ডয়চে ভেলে: বাঙালি এত উৎসব প্রিয় কেন?

খুরশিদ আলম: আর তো কিছু নাই বাঙালির জীবনে এই উৎসব ছাড়া। আর কিছু আছে? বলেন! এই উৎসবটাই বাঙালির আছে। সত্যি কথা বলতে কি, এইখানে একটা গ্রুপ আছে, যারা নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে। টেলিভিশনে প্রচারের জন্য না, কিংবা তার নাম প্রচার হবে সেজন্য না। অন্তর থেকে তারা ভালোবাসে বলেই কাজ করে। সেটা ভাষার মাস ফেব্রুয়ারির জন্য বলতে পারেন, স্বাধীনতা দিবসের জন্য বলতে পারেন, বিজয় দিবসের জন্য বলতে পারেন। নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রচারবিমুখ লোক আছে। ভালোমন্দ অবশ্যই আছে।

ডয়চে ভেলে: আমাদের জীবনে উৎসব কেন প্রয়োজন?

খুরশিদ আলম: তা না হলে আপনি তো রোবটের মতো হয়ে যাবেন।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৩.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

রেডিও টুডে

দেশবাসীকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আগামী রোববার সারা দেশে উদ্‌যাপিত হবে বাংলা নববর্ষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ। এ উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, আসুন, নতুন বছরে অতীতের সব ব্যর্থতা-দুঃখ-গ্লানি পেছনে ফেলে সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের লক্ষ্যে একযোগে কাজ করি। বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা বার্তায় দেশবাসীর উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রিয় দেশবাসী, আসসালামু আলাইকুম। বর্ষ পরিক্রমায় আবারো আমাদের মাঝে ফিরে এসেছে নতুন বছর। আপনারা যারা দেশে-বিদেশে অবস্থান করছেন বাংলাদেশের সব ভাইবোনকে জানাই বঙ্গাব্দ ১৪৩১-এর শুভেচ্ছা। শুভ নববর্ষ। প্রধানমন্ত্রী কবি সুফিয়া কামালের ভাষায় উচ্চারণ করে বলেন, "পুরাতন গত হোক! যবনিকা করি উন্মোচন, তুমি এসো হে নবীন! হে বৈশাখ! নববর্ষ!এসো হে নতুন! শুভ নববর্ষ।„

(রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ১২.০৪.২০২৪ আসাদ)

বাংলাদেশকে যতদিন ফেরত না পাই ততদিন আন্দোলন চলমান থাকবে: আমির খসরু

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং চেয়ারপারসনের বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশকে যতদিন ফেরত না পাই ততদিন আন্দোলন সংগ্রাম চলমান থাকবে। বিএনপির হারানোর কিছু নেই। মন্ত্রীত্ব কিংবা এমপি হবার জন্য এই আন্দোলন না। শুক্রবার চট্টগ্রামের মেহেদীবাগ এলাকায় এক ইদ পুনর্মিলনীতে তিনি এই মন্তব্য করেন। এই সময় তিনি নগর, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা দক্ষিণ জেলার নেতাকর্মীদের সঙ্গে ইদ শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। তিনি বলেন, চলমান আন্দোলন বাংলাদেশকে ফিরে পাবার আন্দোলন। এটা চলবে। বছরের পর বছর ক্ষমতা দখল করে মানুষে ওপর কেউ চেপে বসে থাকবে আর লুটপাট করে টাকা বিদেশে পাচার করবে আর এই টাকা পূরণ করবে সাধারণ মানুষ বাড়তি ট্যাক্স, ভ্যাট, উচ্চমূল্যে গ্যাস বিল, বিদুৎ বিল আর পানির বিলও উচ্চমূল্যে কিনে, এটা চলতে পারে না। আমির খসর বলেন, `জনগণের মধ্যে ক্ষোভ আছে, এই ক্ষোভের প্রতিফলন ঘটবেই।, (রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ১২.০৪.২০২৪ আসাদ)

বিএনপি আ.লীগের মতো ককটেল পার্টিতে বিশ্বাসী নয়: রিজভী

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদ আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যে জবাবে বলেছেন, বিএনপি পবিত্র রমজানে কতগুলো ইফতার পার্টি করেছে তা গণনার জন্য সরকার লোক নিয়োগ করেছে। বিএনপি রমজানের পবিত্রতা বজায় রাখতে ইফতার মাহফিলে বিশ্বাস করে। আওয়ামী লীগের মতো ককটেল পার্টিতে বিএনপি বিশ্বাসী নয়। শুক্রবার দুপুরে বিএনপির নয়াপল্টন কার্যালয়ে এক তাৎক্ষণিক ব্রিফিংয়ে রুহুল কবির রিজভী এসব কথা বলেন। এর আগে বৃহস্পতিবার গণভবনে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বিএনপি রমজান মাসে এক হাজার ইফতার পার্টি করেছে। রিজভী বলেন, ইদ কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অব্যবস্থাপনার কারণে গতকাল ইদের দিনও সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ জন নিহত হয়েছেন। লঞ্চের দড়ি ছিঁড়ে বিল্লালের পরিবারের তিনজনসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন। হতাহত হয়ে মৃত্যু শোক যেন ইদের খুশির আনন্দকে ম্লান করে দিয়েছে। মানুষ আগুনে পুড়ে মারা যাক, পানিতে ডুবে মারা যাক, সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাক এতে সেতুমন্ত্রীর কিছু যায় আসে না। ওবায়দুল কাদের সাহেব আপনার মনে স্বস্তি থাকতে পারে, আপনার মন্ত্রীদের মনে স্বস্তি থাকতে পারে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে কোনো স্বস্তি নেই।
(রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ১২.০৪.২০২৪ আসাদ)

লঞ্চের দড়ি ছিঁড়ে পাঁচ যাত্রীর মৃত্যু ঘটনায় ৫ জন রিমান্ডে

রাজধানীর সদরঘাটে পন্টুনে বাঁধা লঞ্চের রশি ছিঁড়ে পাঁচজন নিহতের ঘটনায় গ্রেপ্তার পাঁচ আসামিকে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। শুক্রবার মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সদরঘাট নৌ থানার উপ-পরিদর্শক নকীব অয়জুল হক আসামিদের আদালতে হাজির করে প্রত্যেকের সাত দিন করে রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। আসামিদের পক্ষে তাদের আইনজীবীরা রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষ থেকে এর বিরোধিতা করা হয়। ঢাকার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আরিফা চৌধুরী হিমেল আজ শুক্রবার শুনানি শেষে প্রত্যেককে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। ঢাকার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর আনোয়ারুল কবির বাবুল এসব তথ্য নিশ্চিত। (রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ১২.০৪.২০২৪ আসাদ)

চট্টগ্রামের পটিয়ায় বাসের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ২ জন নিহত

পটিয়ায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়কের পটিয়া উপজেলার মনসার টেক মেম্বারের দোকানের সামনে যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন, বোয়ালখালী উপজেলার পশ্চিম গোমদন্ডী এলাকার মো. ওসমানের ছেলে মো. হৃদয় ও একই এলাকার ফোরকান বাদশার ছেলে মো. ইমরান । জানা যায়, মোটরসাইকেল আরোহী দুইজন শান্তির হাট এলাকা থেকে বোয়ালখালীর দিকে যাচ্ছি। এসময় পটিয়া থেকে ছেড়ে যাওয়া চট্টগ্রামমুখী একটি যাত্রীবাহী লোকাল বাসের সঙ্গে মোটরসাইকেলটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেল আরোহী দুইজন ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। বিষয়টি নিশ্চিত করেন পটিয়া হাইওয়ে থানার এসআই আবদুর রশীদ জানান, যাত্রীবাহী লোকালবাসটি আটক রয়েছে এবং নিহত দুইজনের মরদেহ হাইওয়ে থানায় হেফাজতে আছে।
(রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ১২.০৪.২০২৪ আসাদ)

ইদের ছুটিতে আবারো মুখরিত হয়ে উঠেছে কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকত

পবিত্র রমজান মাসের সুনশান নীরবতা কাটিয়ে ইদের ছুটিতে আবার মুখরিত হয়ে উঠেছে বিশ্বের দীর্ঘতম কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত। দূর দূরান্ত থেকে আসা লাখো পর্যটকে ভরে গেছে এ শহর। এবার ইদের ছুটির সঙ্গে মিলেছে পহেলা বৈশাখও। সব মিলিয়ে লম্বা ছুটিতে বিপুলসংখ্যক পর্যটকের কক্সবাজারে আসার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করছেন পর্যটন সংশ্লিষ্টরা। ইদ ও পহেলা বৈশাখের লম্বা ছুটি ঘিরে কক্সবাজারেরর পর্যটন ব্যবসায়ীরাও ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছেন। নতুন করে সাজানো হয়েছে কক্সবাজারের বিনোদন কেন্দ্রগুলো। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে পুরো রমজান সমুদ্র সৈকত বলতে গেলে ফাঁকাই ছিল। ইদের দিন সকাল থেকে পর্যটক সমাগম শুরু হয়েছে।
(রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ১২.০৪.২০২৪ আসাদ)

ইদের আনন্দ থেকে কেউ যেন বঞ্চিত না হয় : রাষ্ট্রপতি

সমাজের সচ্ছল ব্যক্তিদের দেশ-বিদেশের দরিদ্র ও নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। ইদের আনন্দ থেকে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ যেন বঞ্চিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখার তাগিদ দেন তিনি। বৃহস্পতিবার বঙ্গভবনে পবিত্র ইদুল ফিতর উপলক্ষ্যে সর্বসাধারণের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন রাষ্ট্রপতি। এসময় দেওয়া বক্তব্যে তিনি দেশবাসীকে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে ইদের আনন্দ সকলের সঙ্গে মিলেমিশে উপভোগের অনুরোধ জানান। রাষ্ট্রপতি বলেন, এ ইদের মধ্যেও ফিলিস্তিনসহ যুদ্ধবিগ্রহ ও আধিপত্যের কারণে বিশ্বব্যাপী অনেক মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছেন। একজন মানুষ হিসেবে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব তাদের পাশে দাঁড়ানো। তাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘবে নিজের সাধ্যমত চেষ্টা করা। মনে রাখতে

হবে দুঃখ একা ভোগ করা যায়, কিন্তু আনন্দ একা ভোগ করা যায় না; সকলকে নিয়ে আনন্দ করতে হয়। রাষ্ট্রপতি বলেন, ইদ সবার মধ্যে গড়ে তুলুক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি আর ঐক্যের বন্ধন। ইদুল ফিতরের শিক্ষা সকলের মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক, গড়ে উঠুক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। ইসলাম শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম উল্লেখ করে রাষ্ট্র প্রধান বলেন, মানবিক মূল্যবোধ, সাম্য, পারস্পরিক সহাবস্থান ও সহযোগিতা- ইসলামের এই সুমহান বার্তা ও আদর্শ সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন ইদের আনন্দ থেকে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ যেন বঞ্চিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখারও তাগিদ দেন। তিনি ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ 'স্মার্ট বাংলাদেশ, ও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। এর আগে রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর স্ত্রী ড. রেবেকা সুলতানা পবিত্র ইদুল ফিতর উপলক্ষ্যে বঙ্গভবনে সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে ইদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।
(রেডিও টুডে:০৮৪৫ ১২.০৪.২০২৪ এলিনা)

আওয়ামী লীগ খেতে নয়, জনগণকে দিতে আসে: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এবার ইফতার পার্টি না করে আওয়ামী লীগ প্রমাণ করেছে মানুষের কল্যাণে কাজ করে। দলটি খেতে নয়, জনগণকে দিতে আসে। বৃহস্পতিবার গণভবনে পবিত্র ইদুল ফিতর উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে এসব কথা বলেন তিনি। শেখ হাসিনা বলেন, আমার নির্দেশমতো পার্টি না করে দলের নেতারা সবার মাঝে ইফতার বিতরণ করেছেন। পবিত্র রমজানে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এজন্য আমি সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি বলেন, মানুষের মৌলিক অধিকার পূরণ করে দারিদ্র্য আগামীতে আরও কমানো হবে। মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবো। অনেকে গর্ব করে বলেন- এক হাজারের ওপর ইফতার পার্টি করেছেন। তারা তা খেয়েছেন। আর আওয়ামী লীগ খেতে নয়, দিতে আসে। এটাই হলো আমাদের সবচেয়ে বড় কথা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দলের অগণিত নেতাকর্মী এবং বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। তাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আবারও দেশের মানুষকে বলতে চাই, আওয়ামী লীগ আপনাদের পাশে থাকে। যারা আমাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন, তাদের ধন্যবাদ জানাই। এই ঈদে সবার জীবনে সুখ, শান্তি নেমে আসুক। অনাবিল আনন্দ বয়ে যাক। এই কামনা করি।
(রেডিও টুডে:০৮৪৫ ঘ. ১২.০৪.২০২৪ এলিনা)

দেশবাসীকে ইদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া

পবিত্র ইদুল ফিতরের শুভেচ্ছা জানাতে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন দলটির জ্যেষ্ঠ নেতারা। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আটটার দিকে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে আটজন নেতা রাজধানীর গুলশানের বাসা ফিরোজায় খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে যান তারা হলেন ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার, মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ডক্টর আব্দুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, আব্দুল্লাহ আল নোমান, সেলিনা রহমান ও হাফিজ উদ্দিন আহমেদ। পরে এলডিপি চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল অলি আহমেদও বিএনপি চেয়ারপারসন এর সাথে দেখা করে ইদ শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। প্রায় ঘণ্টাব্যাপী ইদ শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে মির্জা ফখরুল গণমাধ্যম কর্মীদের জানান, বিএনপির চেয়ারপারসন দেশবাসীকে ইদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এটি পুরোপুরি সৌজন্যমূলক একটি সাক্ষাৎ ছিল। এখানে কোন রকমের রাজনৈতিক আলোচনা করিনি। (রেডিও টুডে:০৮৪৫ ঘ. ১২.০৪.২০২৪ এলিনা)

সংযমের শক্তি থেকে দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান ওবায়দুল কাদেরের

সংযমের শক্তি থেকে দেশ প্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেছেন, উৎসবের শক্তি সংহত হোক সব ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার এক ভিডিও বার্তায় তিনি একথা বলেন। দেশবাসীকে ইদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, সব প্রকাশ্য ও অপকাশ্য ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। এবারের ইদ যাত্রা তুলনামূলকভাবে স্বস্তিদায়ক হয়েছে জানিয়ে এজন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান ওবায়দুল কাদের। (রেডিও টুডে:০৮৪৫ ঘ. ১২.০৪.২০২৪ এলিনা)

এবারের ইদ বাংলাদেশের মানুষের কাছে দুঃখ নিয়ে এসেছে : মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

সরকার পরিকল্পিতভাবে অর্থনীতি ভঙ্গুর করায় এবারে বাংলাদেশের মানুষের কাছে ইদ দুঃখ নিয়ে এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বৃহস্পতিবার রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে দলটির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এই মন্তব্য করেন তিনি। এ সময় মির্জা ফখরুল বলেন, আওয়ামী লীগ দেউলিয়া রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছে। দেশকে পরনির্ভরশীল করার ম্যান্ডেট দিয়ে এ সরকার ক্ষমতায় এসেছে। এটির অংশ হিসেবে পরিকল্পিতভাবে বিডিআর বিদ্রোহ ঘটানো হয়েছিল।
(রেডিও টুডে:০৮৪৫ ঘ. ১২.০৪.২০২৪ এলিনা)

দেশের সম্প্রীতির বন্ধনকে আরো দৃঢ় করার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাছান মাহমুদ বলেছেন, মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা আমরা যেন আমাদের দেশে সম্প্রীতির বন্ধনকে আরো দৃঢ় করতে পারি। একইসঙ্গে দেশ থেকে অপরাজনীতি যেন চিরতরে দূর হয়। বৃহস্পতিবার সকালে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় নিজ গ্রামে সুখ বিলাস জামে মসজিদে ইদুল ফিতরের জামাত আদায় শেষে দেশবাসী ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি ইদের শুভেচ্ছা জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কথা বলেন। তিনি বলেন, এই দেশ থেকে যেন সমস্ত সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিনাশ ঘটে। এদেশে যেন আমরা সব সম্প্রদায় এবং শত মতবাদের মানুষ একসাথে মিলেমিশে দেশের উন্নয়ন, অগ্রগতির জন্য কাজ করতে পারি। (রেডিও টুডে:০৮৪৫ ঘ. ১২.০৪.২০২৪ এলিনা)

সদরঘাটে লঞ্চের রশি ছিড়ে নিহত হয়েছেন পাঁচজন যাত্রী

ঢাকার সদরঘাটে পল্টুনে বাধা একটি লঞ্চের রশি ছিড়ে পাঁচজন যাত্রী নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে এক দম্পতি এবং তাদের চার বছরের একমাত্র সন্তান রয়েছে। ইদের দিন বৃহস্পতিবার বিকেলে এই ঘটনা ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিস জানায় সদরঘাটের এগারো নম্বর পল্টুনে এমভি তাসরিফ চার ও এমভি পূবালী এক নামের দুটি লঞ্চ রশি দিয়ে বাঁধা ছিল। এ দুটি লঞ্চের মাঝখান দিয়ে ফরহাদ ছয় নামের আরেকটি লঞ্চ পল্টুনে ঢুকানোর সময় এমভি তাশরিফ চার লঞ্চের রশি ছিড়ে গেলে লঞ্চে ওঠার সময় পাঁচজন যাত্রী গুরুতর আহত হন। আহত অবস্থায় উদ্ধার করে তাদের স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।
(রেডিও টুডে:০৮৪৫ ঘ. ১২.০৪.২০২৪ এলিনা)

এমভি ফারহান ছয় ও এমভি তাসরিফ চার এর রুট পারমিট বাতিল করেছে বিআইডব্লিউটিএ

সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে দুর্ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠনের পাশাপাশি দুই লঞ্চের রুট পারমিট বাতিল করা হয়েছে। লঞ্চের রশি ছিঁড়ে ঘটা এ দুর্ঘটনার পর বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ বিআইডব্লিউটিএ এমভি ফরহান ছয় এবং এমভি তাশরিফ চার এর রুট পারমিট তাৎক্ষণিকভাবেই বাতিল করে।
(রেডিও টুডে:০৮৪৫ ঘ. ১২.০৪.২০২৪ এলিনা)

ফায়ার সার্ভিসের একঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে এসেছে এস আলম ভেজিটেবল অয়েল মিলে লাগা আগুন

চট্টগ্রামের এস আলম ভেজিটেবল অয়েল মিলে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ফায়ার সার্ভিসের নয়টি ইউনিটের এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এর আগে শুক্রবার সকাল ৮ টা ২০ মিনিটের দিকে মাদারটেক এলাকায় অবস্থিত মিলের দ্বিতীয় তলায় আগুনের সূত্রপাত হয় । ঘটনাস্থলে দশ ফুট দূরুত্বে তেলের মজুদ ছিল। ফায়ার সার্ভিস জানায় কর্ণফুলী, লামারবাজার, চন্দনপুরা ও আগ্রাবাদ ফায়ার সার্ভিসের নয়টি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেলে কাজ শুরু করে এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। ফায়ার সার্ভিস এবং চট্টগ্রাম সিভিল ডিফেন্স উপসহকারী পরিচালক মোঃ আব্দুর রাজ্জাক জানিয়েছেন, আগুন লাগা ভবনের পাশেই তেলের মজুদ ছিল। সেখানে আগুন ছড়িয়ে পড়লে তা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হতো না। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ১২.০৪.২০২৪ এলিনা)

নিয়ন্ত্রণে এসেছে রাজধানীর হাজারীবাগ বস্তিতে লাগা আগুন

রাজধানীর হাজারীবাগে টিনশেড বস্তিতে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। শুক্রবার দুপুর ১২:৪০ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিট। এর আগে বেলা ১১:৫০ মিনিটের দিকে আগুন লাগার খবর পান বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স এর কর্মকর্তারা। ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেলের সিনিয়র অফিসার আনোয়ার হোসেন দোলন গণমাধ্যমকে জানান দুপুর ১২:৪০ মিনিটের দিকে ফায়ার সার্ভিসের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও হতাহতের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
(রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ১২.০৪.২০২৪ এলিনা)

রাজধানীর ভাসানটেকের একটি বাসায় আগুন লেগে দগ্ধ হয়েছেন একই পরিবারের ছয়জন

রাজধানীর ভাসানটেকের একটি বাসায় মশার কয়েল জ্বালাতে গিয়ে আগুন লেগে নারী, শিশুসহ একই পরিবারের ছয়জন দগ্ধ হয়েছেন। শুক্রবার ভোরে এই ঘটনা ঘটে। গ্যাস সিলিন্ডারের লাইনের ছিদ্র থেকে ঘরের মধ্যে গ্যাস জমে থাকা এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দগ্ধ ব্যক্তিরা হলেন আসবাবপত্র ব্যবসায়ী মোঃ লিটন, তার শাশুড়ি মেহেরুন্নেসা, স্ত্রী সূর্য বানু, দুই মেয়ে লিজা ও লিমা এবং ছেলে সুজন। লিটন ভাসানটেকের ১৩ নাম্বার কালভার্ট রোডের একটি বাড়ির নিচতলায় সপরিবারে ভাড়া থাকতেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ভোর চারটার দিকে মশার কয়েল জ্বালাতে গেলে ঘরের মধ্যে গ্যাস সিলিন্ডারের লিকেজ জমে থাকা গ্যাসের সংস্পর্শে আগুন জ্বলে যায়। ভোর পাঁচটার দিকে তাদের উদ্ধার করে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালটির আবাসিক চিকিৎসক তরিকুল ইসলাম জানান, দগ্ধ ব্যক্তিদের সবার অবস্থাযই সংকটজনক। বর্তমানে তাদের জরুরী বিভাগে রাখা হয়েছে। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ১২.০৪.২০২৪ এলিনা)

সারাদেশেই দিনের তাপমাত্রা বাড়বে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

দেশের আট জেলার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তাপপ্রবাহ। এই তাপপ্রবাহের সঙ্গে সারাদেশেই দিনের তাপমাত্রা বাড়বে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। শুক্রবার বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মোঃ বজলুর রশিদের দেওয়া পরবর্তী পূর্বাভাসে এই তথ্য জানানো হয়। এ সময় আবহাওয়া অফিস থেকে জানানো হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সেইসঙ্গে ঢাকা, ফরিদপুর, মাদারিপুর, মৌলভীবাজার, চট্টগ্রাম, ফেনী, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলাসহ বরিশাল বিভাগের উপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। এছাড়াও সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে বলে জানানো হয়। এছাড়া রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
(রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ১২.০৪.২০২৪ এলিনা)

জাগো এফএম

দেশে এখন আওয়ামী লীগ নাই, সব পুলিশ লীগ : ফখরুল

আওয়ামী লীগ সরকার কোনোদিন জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে পারেনি অভিযোগ করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, তারা ভয় দেখিয়ে, প্রতারণা করে, ভুল বুঝিয়ে জোর করে ক্ষমতা দখল করে থাকতে চায়। এই রাষ্ট্রকে তারা সত্যিকার অর্থে গভীর পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। দেশে এখন আওয়ামী লীগ নাই সব পুলিশ লীগ। শুক্রবার (১২ এপ্রিল) বিকেলে জেলার হরিপুর উপজেলার পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুবরণকারী উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আকরাম হোসেনের কবর জিয়ারত ও তার পরিবারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষ তিনি একথা বলেন। ফখরুল বলেন, শুধু আকরামের ঘটনা নতুন নয়। আমাদের আন্দোলন চলাকালে ৩০ নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে প্রায় ৬০ লাখ মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। ৭০০-৮০০ নেতাকর্মীকে গুম করা হয়েছে। গত কয়েকদিনের মধ্যে তারা ২৭ হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে। তারা সারাদেশকে নির্যাতনের কারখানায় পরিণত করেছে। বিএনপি মহাসচিব বলেন, এবারে আপনাদের ঈদ আনন্দের হয় নাই। এই দানবীয় সরকারের আপনার সন্তানকে পুলিশ বাহিনী দিয়ে হত্যা করেছে। আমাদের ছেলে-মেয়েরা অধিকার সংগ্রামের জন্য লড়াই করছে। ভোটের অধিকার, ভাতের অধিকার আর বেঁচে থাকার অধিকারের জন্য। অথচ এই দানবীয় সরকার জোরদখল করে আছে। তিনি বলেন, আমরা নির্বাচন চাই। সবাই যেন অবাধে, বিনা ভয়ে ভোট দিতে পারে এমন একটা নির্বাচন চাই। গোটা দেশকে তারা ভয়ের রাজত্বে পরিণত করেছে। তারা কাউকে সম্মান করে না। দেশের আলেম-ওলামা, অধ্যাপক, বিখ্যাত কাউকে তারা সম্মান করে না। পৃথিবী যাকে চিনে নোবেল বিজয়ী তাকেও তারা শাস্তি দিয়েছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা-উপজেলার বিএনপির নেতা-কর্মীরা। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১২.০৪.২০২৪ প্রতীক)

সদরঘাটে পাঁচজনের মৃত্যুর ঘটনায় চার মাস্টার ও এক ম্যানেজারের তিনদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর

সদরঘাটে লঞ্চ দুর্ঘটনায় পাঁচজনের প্রাণহানির ঘটনায় গ্রেফতার লঞ্চের চার মাস্টার ও এক ম্যানেজারের তিনদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। রিমান্ডপ্রাপ্তরা হলেন- এমভি তাসরিফ-৪ লঞ্চের প্রথম শ্রেণির মাস্টার মো. মিজানুর রহমান (৪৮) ও দ্বিতীয় শ্রেণির মাস্টার মো. মনিরুজ্জামান (২৪) এবং এমভি ফারহান-৬ লঞ্চের প্রথম শ্রেণির মাস্টার মো. আব্দুর রউফ হাওলাদার (৫৪), দ্বিতীয় শ্রেণির মাস্টার মো. সেলিম হাওলাদার (৫৪) ও ম্যানেজার মো. ফারুক খান (৭৬)। শুক্রবার (১২ এপ্রিল) তাদের আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর মামলার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য তাদের সাতদিনের রিমান্ডে নিতে আবেদন করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা। শুনানি শেষে ঢাকার চিফ জুড়িসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আরিফা চৌধুরি হিমেল তাদের প্রত্যেককে তিনদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এর আগে ইদুল ফিতরের দিন বৃহস্পতিবার (১১ এপ্রিল) বিকেলে সদরঘাটের ১১ নম্বর পন্টুনে লঞ্চে ওঠানামার দড়ি ছিঁড়ে দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হন। এ ঘটনায় দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় বৃহস্পতিবার (১১ এপ্রিল) দিনগত রাতে ঢাকা নদীবন্দরের যুগ্ম পরিচালক (নৌ নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা) ইসমাইল হোসাইন বাদী হয়ে মামলা করেন। মামলায় পাঁচজনকে আসামি করা হয়েছে। মামলার এজাহারে অবহেলাজনিত বেপরোয়া গতিতে লঞ্চ চালিয়ে মৃত্যু ঘটানোর অভিযোগ আনা হয়েছে আসামিদের বিরুদ্ধে। এদিকে লঞ্চের দড়ি ছিঁড়ে পন্টুনে থাকা পাঁচ যাত্রী নিহত হওয়ার ঘটনায় তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)। কমিটিকে পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে বিআইডব্লিউটিএ চেয়ারম্যানের কাছে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। এছাড়া এমভি তাসরিফ-৪ ও এমভি ফারহান-৬ লঞ্চ দুটির রুট পারমিট বাতিল করা হয়েছে। অন্যদিকে বিআইডব্লিউটিএর পক্ষ থেকে প্রত্যেক মৃতব্যক্তির নমিনির কাছে দাফন-কাফন বাবদ ২৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১২.০৪.২০২৪ প্রতীক)

সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান চলমান এলাকায় পর্যটক ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা

বান্দরবানে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান পরিচালিত এলাকায় পর্যটক ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে জেলা প্রশাসন। শুক্রবার (১২ এপ্রিল) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে জেলা প্রশাসক শাহ মোজাহিদ উদ্দিন জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, জেলার যে সব এলাকায় যৌথ বাহিনীর সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান চলমান বা চলবে ওই এলাকার সব পর্যটন স্পটগুলোতে পর্যটকদের ভ্রমণে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন সূত্র জানায়, রুমা-রোয়াংছড়ি ও থানচি এলাকার সব হোটেল মালিকদের পর্যটক বা ভ্রমণকারীদের হোটেল রুম ভাড়া না দেওয়া, যৌথ অভিযান পরিচালিত এলাকার কাছাকাছি পর্যটন স্পটে তাদের না নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর আগে রুমা-থানচিতে ব্যাংক ডাকাতি, মসজিদে হামলা, অস্ত্র-টাকা লুটের ঘটনায় যৌথ অভিযানে আটক ৫৮ জনকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১২.০৪.২০২৪ প্রতীক)

আসবাবপত্র কিনতেই ৩২ কোটি ব্যয় নিয়ে প্রশ্ন কমিশনে

পরিকল্পনা কমিশনে `রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ স্থাপন, প্রকল্পের প্রস্তাব করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। প্রকল্পের মোট প্রস্তাবিত ব্যয় এক হাজার ৩৪২ কোটি ২৫ লাখ ৫৩ হাজার টাকা। প্রকল্পের আওতায় মোট ১৬ হাজার ৩৮৫টি আসবাবপত্রের জন্য ৩২ কোটি ৫৫ লাখ টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা অত্যধিক বলে দাবি করেছে কমিশন। এটি পুনরায় যাচাই করে যৌক্তিক প্রাক্কলন করা সমীচীন হবে বলেও মতামত দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে গণপূর্ত অধিদপ্তরের কাঠের কারখানা বিভাগের দর অনুসরণের বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে বলে জানিয়েছে কমিশন। আসবাবপত্র খাতে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএফআইডিসি) মূল্যতালিকা ২০১৯-২০ অনুযায়ী, প্রকল্প কার্যালয়ে ৫১টি, মেডিকেল কলেজে ৭ হাজার ৫৭৪টি, নার্সিং কলেজে ২ হাজার ৭২টি ও মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ৬ হাজার ৬৮৮টিসহ মোট ১৬ হাজার ৩৮৫টি আসবাবপত্র ৩২ কোটি ৫৫ লাখ টাকায় কেনা হবে। এ ব্যয় প্রস্তাবকে অন্য মেডিকেল কলেজগুলোর তুলনায় অনেক বেশি বলে মনে করেছে কমিশন। অনুমোদন পেলে রাঙ্গামাটি সদর পৌরসভার এ প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২৭ নাগাদ বাস্তবায়ন করতে চায় স্বাস্থ্য অধিদদপ্তর। তবে প্রস্তাবিত প্রকল্পে কিছু খাতের ব্যয় নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছে কমিশন। সম্প্রতি প্রকল্পটি নিয়ে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা হয়েছে। সভায় প্রকল্পের নানা খাতের ব্যয় প্রস্তাবে অসঙ্গতি ধরা পড়েছে কমিশনের চোখে।

বিএফআইডিসির মূল্যতালিকা ২০১৯-২০ অনুযায়ী, প্রকল্প কার্যালয়ে ৫১টি, মেডিকেল কলেজে ৭ হাজার ৫৭৪টি, নার্সিং কলেজে ২ হাজার ৭২টি ও মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ৬ হাজার ৬৮৮টিসহ মোট ১৬ হাজার ৩৮৫টি আসবাবপত্র ৩২ কোটি ৫৫ লাখ টাকায় কেনা হবে। এ ব্যয় প্রস্তাবকে অন্য মেডিকেল কলেজগুলোর তুলনায় অনেক বেশি বলে মনে করেছে কমিশন। এ প্রসঙ্গে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের প্রধান (অতিরিক্ত সচিব) মো. আব্দুর রউফ জাগো নিউজকে বলেন, `রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ স্থাপন, প্রকল্পের পিইসি সভা হয়েছে। আমরা প্রকল্পের কিছু ব্যয় সম্পর্কে জানতে চেয়েছি। এ বিষয়ে রেজুলেশন তৈরি হচ্ছে। আমরা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে রেজুলেশন পাঠাবো। সে মোতাবেক প্রকল্পের ডিপিপি (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব) পুনর্গঠন করা হবে। এরপরই আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নেবো।

পরিকল্পনা কমিশন জানায়, প্রকল্পের আওতায় চার বছরের জন্য চারজনের (১৯২ জনমাস) প্রেষণে নিয়োগ এবং তিনটি (১৪৪ জনমাস) আউটসোর্সিং সেবাসহ জনবল প্রস্তাব করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জনবলের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সুপারিশ ডিপিপিতে (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা) সংযুক্ত নেই। প্রকল্পের আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করা হয়নি। এক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন ডিপিপিতে সংযুক্ত করা প্রয়োজন। প্রকল্পের যৌক্তিকতার লক্ষ্যে উপযুক্ত মানদণ্ডের ভিত্তিতে আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করা সমীচীন হবে। প্রকল্পটি রেড ক্যাটাগরিভুক্ত হলেও প্রকল্পের বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ডিপিপিতে নেই। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন-১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) অনুযায়ী, এ সংক্রান্ত ছাড়পত্র সংগ্রহ এবং এজন্য সুনির্দিষ্ট কোডে অর্থ বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। মোটরযান ক্রয়ের আওতায় চারটি মাইক্রোবাস, তিনটি অ্যাম্বুলেন্স এবং একটি মিনিবাস কেনার জন্য চার কোটি ৩৭ লাখ টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে।

অর্থ বিভাগের পরিপত্রে যানবাহন ক্রয়ে বিধি-নিষেধ থাকায় মোটরযান ক্রয় প্রস্তাব এবং সেই সংশ্লিষ্ট পেট্রোল ওয়েল অ্যান্ড লুব্রিকেন্ট, গ্যাস ও জ্বালানি এবং মোটরযান মেরামত খাতসমূহ বাদ দিয়ে ডিপিপি পুনর্গঠন করা যৌক্তিক হবে। রোগী সেবার স্বার্থে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য অ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহ এবং তা টিওঅ্যান্ডই (টেবিল অব অফিসিয়াল অ্যান্ড ইক্যুপমেন্ট) ভুক্তকরণের প্রস্তাব বিবেচনা করা যেতে পারে।

নির্মাণ ও পূর্ত কাজের আওতায় ২৭ দশমিক ৭৮ একর জায়গায় মেডিকেল কলেজের একাডেমিক ভবন, হাসপাতাল ভবন, নার্সিং কলেজ, হোস্টেল ও ডরমিটরিসহ প্রায় ২২টি আবাসিক/অনাবাসিক ভবনের ফ্লোর প্ল্যান দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কমপ্লেক্সের পূর্ণাঙ্গ লে-আউট প্ল্যান ডিপিপিতে সংযোজন করা প্রয়োজন। প্রকল্পে হায়ারিং চার্জ (একটি মাইক্রোবাস ও একটি ট্রাক-১৬৮ জনমাস) বাবদ ৮২ লাখ ৮০ হাজার টাকা প্রস্তাব করা হলেও পরিবহন সেবার বিষয়ে

অর্থ বিভাগের সুপারিশ নেই। এক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের সুপারিশ গ্রহণ করে সে অনুযায়ী হায়ারিং খাতের সংস্থান করা সমীচীন হবে। পরিকল্পনা কমিশন আরও জানায়, নির্মাণ ও পূর্ত কাজের আওতায় ২৭ দশমিক ৭৮ একর জায়গায় মেডিকেল কলেজের একাডেমিক ভবন, হাসপাতাল ভবন, নার্সিং কলেজ, হোস্টেল ও ডরমিটরিসহ প্রায় ২২টি আবাসিক/অনাবাসিক ভবনের ফ্লোর প্ল্যান দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কমপ্লেক্সের পূর্ণাঙ্গ লে-আউট প্ল্যান ডিপিপিতে সংযোজন করা প্রয়োজন। এছাড়া মসজিদ, বৌদ্ধ মন্দির, বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট, অক্সিজেন ট্যাঙ্ক, মর্গ, অ্যাম্ফিথিয়েটার, ব্রিজ, সাব-স্টেশনসহ অন্যান্য ভবন ও আনুষঙ্গিক কাজের বিবরণ, প্ল্যান/নকশা ডিপিপিতে সংযুক্ত নেই, যা সংযুক্ত করা জরুরি।

কমিশন বলছে, ডিপিপির প্রাক্কলন এবং ডিটেইল্ড ফ্লোর প্ল্যানে হসপিটাল ভবন ও একাডেমিক ভবনের জন্য সাত তলা ভবন নির্মাণের কথা থাকলেও অনুমোদিত মাস্টার প্ল্যানে ছয় তলা ভিতে ছয় তলা ভবন নির্মাণের বিষয় উল্লেখ রয়েছে, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ করা দরকার। অন্যদিকে, বৌদ্ধ মন্দিরের জন্য অনুমোদিত মাস্টার প্ল্যানে তিন তলা ভিতে তিন তলা ভবন নির্মাণের কথা থাকলেও ডিপিপিতে দুই তলা ভিতে দুই তলা ভবন নির্মাণের প্রাক্কলন করা হয়েছে। এটিও সামঞ্জস্যপূর্ণ করা প্রয়োজন বলে সভায় আলোচনা হয়েছে। প্রকল্পের আনুষঙ্গিক কাজের আওতায় সংস্থানকৃত চারটি ব্রিজসহ রোড, অ্যাপ্রোচ রোড এবং পার্কিং ইত্যাদি কাজের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থসহ বিস্তারিত নকশা ও লে-আউট প্ল্যান ডিপিপিতে সংযোজন করা প্রয়োজন। প্রস্তাবিত সব ভবনের (২ তলা পর্যন্ত) পাইল ফাউন্ডেশন প্রস্তাব করা হয়েছে। এক্ষেত্রে এর যৌক্তিকতা জানা প্রয়োজন। প্রি- কাস্ট পাইলের ক্ষেত্রে লোড টেস্টের সংস্থান রাখা প্রয়োজন। এছাড়া এসটিপিতে (স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট) ৮ কোটি ৫৯ লাখ এবং মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ৬ কোটি টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। নির্মাণ দর প্রাক্কলনের ভিত্তি জানা দরকার বলে মনে করে কমিশন।

প্রকল্পের আওতায় অগ্নিনির্বাপণ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় ৮ কোটি, মেডিকেল গ্যাস পাইপ লাইনে ৯ কোটি, অগ্নিনির্বাপণ ওয়াটার রিজার্ভার পানি সরবরাহ লাইন/রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিংয়ে ৭ কোটি ২৪ লাখ এবং ডিপ-টিউবওয়েল খাতে ৯৬ লাখ ইত্যাদি ব্যয় প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত সংস্থার ব্যয় প্রাক্কলন বা ডিমান্ড নোট ডিপিপিতে সংযুক্ত করা দরকার। পিইসি সভায় পরিকল্পনা কমিশন কিছু সিদ্ধান্ত দিয়েছে। সেটা রিভাইজড করে পুনরায় কমিশনে পাঠানো হবে। কিছু খাতের ব্যয় সম্পর্কে কমিশন জানতে চেয়েছে, সেগুলো জানানো হবে। কমিশনের মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমরা ডিপিপি রিভাইজড করবো। এরপরই তা কমিশনে পাঠাবো। আমরা চাই দ্রুত সময়ে প্রকল্পটি অনুমোদন পাক। কারণ, এ প্রকল্প আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনায় পণ্যের ক্ষেত্রে ১৬টি, ই/এম পণ্য ৯টি পূর্তকাজে ২৩টি এবং সেবা কার্যক্রমে তিনটিসহ মোট ৫১টি প্যাকেজ প্রস্তাব করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সমজাতীয় আইটেমসমূহ একই প্যাকেজে রেখে প্যাকেজের সংখ্যা যৌক্তিকভাবে কমানো যেতে পারে, বলছে কমিশন। এ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা জাগো নিউজকে বলেন, প্রকল্পের পিইসি (প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি) সভা হয়েছে। সভায় পরিকল্পনা কমিশন কিছু সিদ্ধান্ত দিয়েছে। সেটা রিভাইজড করে পুনরায় কমিশনে পাঠানো হবে। কিছু খাতের ব্যয় সম্পর্কে কমিশন জানতে চেয়েছে, সেগুলো জানানো হবে। কমিশনের মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমরা ডিপিপি রিভাইজড করবো। এরপরই তা কমিশনে পাঠাবো। আমরা চাই দ্রুত সময়ে প্রকল্পটি অনুমোদন পাক। কারণ, এ প্রকল্প আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মানসম্পন্ন চিকিৎসক ও নার্স তৈরি করে দেশের স্বাস্থ্য জনবল চাহিদা পূরণ এবং প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদির সহায়তায় রাঙ্গামাটি এবং তার পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের জনসাধারণকে উন্নতমানের সাধারণ ও বিশেষায়িত চিকিৎসাসেবা দেওয়ার মাধ্যমে মানব স্বাস্থ্যের উন্নতি করা।

মানসম্পন্ন চিকিৎসক ও নার্স তৈরি; রাঙ্গামাটি ও আশপাশের জেলাসমূহের জনসাধারণের জন্য আধুনিক ও বিশেষায়িত সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় সুবিধাদি সৃষ্টি; সৃষ্ট সুবিধাদির মাধ্যমে রাঙ্গামাটি এবং তার পার্শ্ববর্তী জেলার জনসাধারণকে উন্নতমানের সাধারণ ও বিশেষায়িত চিকিৎসাসেবা দেওয়ার মাধ্যমে মানুষের অসুস্থতা ও মৃত্যুহার কমানো; জীবনমান উন্নয়ন; চিকিৎসক, নার্স এবং অন্য স্বাস্থ্যবিষয়ক কারিগরি জনবলের শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। ৬০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি ৭ তলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ভবন নির্মাণ; মেডিকেল কলেজের একটি ৭ তলাবিশিষ্ট একাডেমিক ভবন নির্মাণ; ছয় তলাবিশিষ্ট একটি নার্সিং কলেজ ভবন এবং একটি নার্সিং হোস্টেল নির্মাণ; মেডিকেল কলেজের ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য দুটি করে ৬ তলা হোস্টেল নির্মাণ। এছাড়াও ৬ তলাবিশিষ্ট দুটি করে ইন্টার্ন ডক্টরস ডরমিটরি (নারী ও পুরুষ) নির্মাণ; অধ্যক্ষ ও পরিচালকের জন্য একটি করে দোতলা আবাসিক ভবন নির্মাণ; ছয় তলাবিশিষ্ট দুটি ইমার্জেন্সি স্টাফ ডরমিটরি নির্মাণ (নারী ও পুরুষ) করা হবে।

প্রকল্পের আওতায় ছয় তলাবিশিষ্ট একটি করে নার্স ডরমিটরি নির্মাণ (নারী ও পুরুষ); ছয় তলাবিশিষ্ট দুটি সিনিয়র টিচার একোমোডেশন ভবন নির্মাণ (নারী ও পুরুষ); নভেম্বর ২০২৭ সালের মধ্যে যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ এবং ডিসেম্বর ২০২৭ সালের মধ্যে দুই হাজার ২৯১ জন জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায়, বর্তমানে বাংলাদেশে ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজসহ মোট ১১৩টি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। প্রতি বছর মেডিকেল কলেজে

১০ হাজার ২৯৯ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হন। বিশাল জনসংখ্যার এ দেশে চিকিৎসা শিক্ষার সীমিত সুযোগের কারণে বাংলাদেশে চিকিৎসকের অনুপাত প্রতি ১০ হাজার জনসংখ্যার মাত্র ৬:৩ এবং রেজিস্ট্রার্ড নার্স ও মিডওয়াইফের অনুপাত প্রতি ১০ হাজার জনসংখ্যায় ৪:১। যা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের তুলনায় অনেক কম।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মনে করে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক অবস্থা, অসংক্রামক ব্যাধির ক্রমবৃদ্ধি বিবেচনায় তৃতীয় পর্যায়ের নিরাময় চিকিৎসা সুগম করতে সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপনও জরুরি। রাঙ্গামাটি ও এর পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহে মেডিকেল ও নার্সিং গ্রাজুয়েট ভর্তি এবং বিশেষায়িত হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সক্ষমতা বাড়াতে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আওতায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রকল্পটি হাতে নিতে যাচ্ছে।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১২.০৪.২০২৪ প্রতীক)

বৃষ্টির পানিতে তলিয়ে গেলো হাওরের কোটি টাকার ধান

সুনামগঞ্জের বিভিন্ন হাওরে বৃষ্টির পানিতে তলিয়ে গেছে কৃষকের সোনালী ধান। চোখের সামনে কষ্টের ধান তলিয়ে যাওয়ায় কাঁদছেন কৃষকরা। অনেকেই আবার পানির নিচ থেকে আধাপাকা ধান কেটে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। তবে এরইমধ্যে প্রায় কোটি টাকার ধান পানিতে তলিয়ে গেছে বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সুনামগঞ্জের হাওরে হাসছে আধাপাকা সোনালী ধান। আর মাত্র কয়েক দিনের অপেক্ষা। তারপর কৃষক গোলায় তুলবেন সেই ধান। কিন্তু এই আধাপাকা ধান নিয়েই এখন হাওরপাড়ের কৃষকরা পড়েছেন উভয় সংকটে। কখনো আগাম বন্যার আতঙ্ক আবার কখনও শিলাবৃষ্টিতে ফসল হানির শঙ্কা। তবে এই শঙ্কার মধ্যে এবার যোগ হয়েছে হাওরের জলাবদ্ধতা। হাওরে জলাবদ্ধতার কারণে এখন পর্যন্ত ৬০ হেক্টর বোরো ফসল পানির নিচে তলিয়ে গেছে। তাই নিরুপায় হয়ে সময়ের আগেই সেই আধাপাকা ধান কেটে ঘরে তুলছেন কৃষকরা।

সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার মোল্লাপাড়া ইউনিয়নের মধুপুর গ্রামের কৃষক ইউসুফ আলী। মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুধে টাকা এনে ২০ একর জমিতে করেছিলেন বোরো ধান। পরিশ্রমে ফলানো সেই ধান আর কয়েকদিন পর ঘরে তোলার কথা থাকলেও গত ৩ দিনের বৃষ্টিতে তলিয়ে গেছে। তাই কোমরপানিতে নেমে আধাপাকা ধান কেটে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন তিনি। ইউসুফ আলী বলেন, আমার স্বপ্নের ফসল বৃষ্টির পানিতে তলিয়ে গেছে। এখন আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি। ছেলে মেয়ে এবং ঋণ কীভাবে পরিশোধ করবো সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি। চলতি মৌসুমে সুনামগঞ্জের ১৩৭টি হাওরে বোরো ধানের আবাদ হলেও তারমধ্যে অন্যতম বৃহৎ দেখার হাওর। এই হাওরে সুনামগঞ্জ সদর, শান্তিগঞ্জ, ছাতক ও দোয়ারাবাজারসহ ৪ উপজেলার লক্ষাধিক কৃষকের ২৪ হাজার হেক্টর জমি রয়েছে। তবে গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার মোল্লাপাড়া ইউনিয়নের দরিয়াবাজ, কলাউড়া, ইছাগড়ি, হুরমত নগর, রউয়ারপাড়, গুয়ারছড়া, হরিপুরসহ ৭টি গ্রামের কয়েকশ কৃষকের ধান পানিতে তলিয়ে যায়। ফলে সেই ধান নিরুপায় হয়ে পানির নিচ থেকে কেটে কেউ নৌকায় করে শুকনা স্থানে নিয়ে আসছেন, কেউবা আবার মেশিন দিয়ে মাড়াই করছেন। হাওরপাড়ের কৃষকরা বলেন, অনেক কষ্ট করে ফসলের আবাদ করেছিলাম, কিন্তু ফসল পুরোপুরি পাকার আগেই বৃষ্টির পানিতে হাওরে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে ধান তলিয়ে গেছে। এখন এই ধানগুলো কোনো রকমে পানির নিচ থেকে তুলছি গবাদিপশুর খাবার হিসেবে।

এদিকে সুনামগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক জানান, দেখার হাওরে যে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে সেটি নিষ্কাশনের জন্য আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। সেইসঙ্গে যাদের ফসল তলিয়ে গেছে তাদের তালিকা তৈরি করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে। এ বছর সুনামগঞ্জ জেলায় ১৩ লাখ ৭০ হাজার ২৭০ টন বোরো ধানের লক্ষ্যমাত্র নির্ধারণ করা হলেও এরইমধ্যে প্রায় ৩৫০ মেট্রিক টন ধান পানিতে তলিয়ে গেছে, যার বাজারমূল্য প্রায় কোটি টাকা।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১২.০৪.২০২৪ প্রতীক)

দেশবাসীকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

দেশবাসীকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শুক্রবার (১২ই এপ্রিল) এক ভিডিও বার্তায় তিনি এ শুভেচ্ছা জানান। শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রিয় দেশবাসী, আসসালামু আলাইকুম। বর্ষ পরিক্রমায় আবারও আমাদের মাঝে ফিরে এসেছে নতুন বছর। আপনারা যারা দেশে-বিদেশে অবস্থান করছেন, বাংলাদেশের সব ভাইবোনকে জানাই বঙ্গাব্দ ১৪৩১ এর শুভেচ্ছা। শুভ নববর্ষ। তিনি বলেন, আসুন, নতুন বছরে অতীতের সব ব্যর্থতা-দুঃখ-গ্লানি পেছনে ফেলে সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের লক্ষ্যে একযোগে কাজ করি।

প্রধানমন্ত্রী কবি সুফিয়া কামালের ভাষায় বলেন, `পুরাতন গত হোক! যবনিকা করি উন্মোচন তুমি এসো হে নবীন! হে বৈশাখ! নববর্ষ! এসো হে নতুন।, শুভ নববর্ষ। রোববার (১৪ই এপ্রিল) সারাদেশে উদ্‌যাপিত হবে বাংলা নববর্ষ-১৪৩১। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১২.০৪.২০২৪ প্রতীক)

ঘোষণায় সীমাবদ্ধ অনিবন্ধিত মোবাইল ফোন বন্ধের `তোড়জোড়,

দেশে মোবাইল ফোনের উৎপাদন কমছেই। সর্বশেষ তিন মাসে দেশে সাড়ে পাঁচ লাখ মোবাইল ফোনের উৎপাদন কম হয়েছে। এর মধ্যে বেশি কমেছে স্মার্টফোনের উৎপাদন। একই সময়ে বিদেশ থেকে মোবাইল ফোনের আমদানিও

নিম্নমুখী। অথচ দেশের মানুষের হাতে মোবাইল ফোন বাড়ছে। বিশেষ করে হাতে হাতে ছড়িয়ে পড়ছে স্মার্টফোন। দেশে উৎপাদন কম, আমদানিও কম। তাহলে ছড়িয়েপড়া এসব স্মার্টফোন দেশে আসছে কীভাবে- এমন প্রশ্ন তুলেছেন প্রযুক্তিসংশ্লিষ্টরা। বিষয়টি নিয়ে খোলামেলা জবাব দিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। জানিয়েছেন, অবৈধপথে দেশে ব্যাপক হারে মোবাইল ফোন ঢুকছে। ভ্যাট ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে মোবাইল আনছে অসাধু ব্যবসায়ীরা।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই তিনি অনিবন্ধিত মোবাইল ফোন বন্ধের ঘোষণা দেন। গত ১৬ই জানুয়ারি এক অনুষ্ঠানে পলক জানান, জুলাইয়ের মধ্যেই অনিবন্ধিত মোবাইল ফোন বন্ধ করে দেওয়া হবে। একই সঙ্গে চোরাইপথে দেশে মোবাইল ফোন আনার পথ বন্ধ করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রীর ঘোষণার পর ১৮ই জানুয়ারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। তাতে বলা হয়, `জাতীয় পরিচিতি ও নিবন্ধিত সিম কার্ডের সঙ্গে ট্যাগিং করে প্রতিটি মোবাইল ফোন নিবন্ধের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি সেবা গ্রহণ-প্রদান নিশ্চিত করা, অবৈধভাবে উৎপাদিত বা আমদানি করা মোবাইল ফোনের ব্যবহার বন্ধে এনইআইআরের কার্যক্রম পূর্ণাঙ্গ রূপে চালু করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এতে সরকারের রাজস্ব আহরণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি ব্যবহৃত মোবাইল ফোনের চুরি ও অবৈধ ব্যবহার রোধ হবে। এনইআইআরের কার্যক্রম পূর্ণাঙ্গ রূপে চালু করতে শিগগির অবৈধ মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক হতে বিচ্ছিন্ন করা হবে। এ পরিস্থিতিতে সবাইকে মোবাইল হ্যান্ডসেট কেনার আগে বৈধতা যাচাই করে নিতে হবে।, প্রতিমন্ত্রীর ঘোষণা, বিটিআরসির তোড়জোড়ে জনমনে রীতিমতো ভীতির সঞ্চার করে। সবাই নিজের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন নিবন্ধিত নাকি অনিবন্ধিত তা জানতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। বিটিআরসির দেওয়া পদ্ধতিতে নিজের মোবাইল ফোনের বৈধতা যাচাইয়ে এসএমএস করে তথ্য জানার চেষ্টা করেন। অনেকে এসএমএস পাঠিয়ে ফিরতি এসএমএসে নিশ্চিত হয়েছেন, আবার অনেকে ফিরতি এমএসএস পাননি। বিটিআরসি ও প্রতিমন্ত্রীর ঘোষণার তিন মাস পেরিয়েছে। অনিবন্ধিত মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করার পদক্ষেপ কতদূর এগিয়েছে- জানতে চাইলে বিটিআরসির কমিশনার প্রকৌশলী শেখ রিয়াজ আহমেদ জাগো নিউজকে বলেন, `হ্যাঁ, আমরা একটা সিস্টেম দাঁড় করাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সিস্টেমটা তো এখনো পুরোপুরি তৈরি করা সম্ভব হয়নি। সেটা করতে আরও দেরি হবে।, তিনি বলেন, `দেখুন, আমাদের প্রধান কাজ হলো গ্রাহকের যেন কোনো রকম ভোগান্তি না হয়। গ্রাহক যেন কোনো ঝামেলাপূর্ণ পরিস্থিতিতে না পড়েন। সেই কাজটি আমরা করছি। সেজন্য হুটহাট সব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নও করা সম্ভব হয় না। এটা নিয়েও আমি একই কথা বলবো। তবে কাজ চলমান, এটুকু বলতে পারি।,

দেশে মোবাইল ফোনের উৎপাদন ও আমদানি নিয়ে প্রতি মাসে তথ্য প্রকাশ করে থাকে বিটিআরসি। সর্বশেষ গত ৩ মার্চ জানুয়ারি মাসের তথ্য প্রকাশ করে নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। বিটিআরসির প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী, ২০২৩ সালের নভেম্বরে দেশে মোবাইল ফোন উৎপাদন হয়েছিল ২৪ লাখ ৩২ হাজার। ডিসেম্বরে উৎপাদন হয়েছিল ২১ লাখ ১০ হাজার। চলতি বছরের জানুয়ারিতে সেই সংখ্যা নেমেছে ১৮ লাখ ৯২ হাজারে। অর্থাৎ তিন মাসে ৫ লাখ ৪০ হাজার মোবাইল ফোন উৎপাদন কমেছে।

সর্বশেষ তিন মাসে স্মার্টফোনের উৎপাদন বেশি কমেছে। গত নভেম্বরে দেশে উৎপাদিত মোবাইল ফোনের ২৮ দশমিক ৪৩ শতাংশ ছিল স্মার্টফোন। জানুয়ারিতে সেই অনুপাত কমে ১৮ দশমিক ৮০ শতাংশে নেমেছে। একই সময়ে ফিচার ফোন (টু-জি) উৎপাদন বেড়েছে। নভেম্বরে ফিচার ফোনের উৎপাদনের হার ছিল ৭১ দশমিক ৫৭ শতাংশ। জানুয়ারিতে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮১ দশমিক ২০ শতাংশ। অন্যদিকে বিদেশ থেকে আমদানি করা মোবাইল ফোনের সবই স্মার্টফোন। বিটিআরসির প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ৯টি ফোর-জি এবং ১০ হাজার ফাইভ-জি স্মার্টফোন আমদানি করা হয়েছিল। চলতি বছরের জানুয়ারিতে তা আরও কমেছে। ওই মাসে মাত্র পাঁচ হাজার ৫০টি ফাইভ-জি মোবাইল ফোন আমদানি করা হয়েছে।

চোরাইপথে দেশে আনা মোবাইল ফোন ধরা এবং তা বন্ধে পদক্ষেপ নেওয়া বিটিআরসির কাজ নয় বলেও মনে করেন নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও এনবিআরকে এসব বিষয়ে কাজ করতে হবে বলে মনে করেন তারা। বিটিআরসির প্রকৌশলী শেখ রিয়াজ আহমেদের ভাষ্য, `বিভিন্ন চ্যানেলে দেশে মোবাইল ফোন আসে বলে অভিযোগ রয়েছে। কখনো চোরাইপথে দেশে মোবাইল ফোন আনা হয়। চোরাইপথে ফোন আসা ঠেকাতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কাজ করছে। আবার কখনো ভ্যাট ফাঁকি দিয়েও বিপুলসংখ্যক মোবাইল ফোন দেশে ঢোকানো হয়। এগুলো দেখার দায়িত্ব জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর)। যে যার জায়গা থেকে কাজ করছে, ভূমিকা রাখছে। এটা বিটিআরসির কাজ নয়।, তাহলে বিটিআরসি কী কাজ করছে- এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, `যে মোবাইল ফোনগুলো দেশে উৎপাদন হচ্ছে, যেগুলো বৈধপথে দেশে আসছে। অর্থাৎ আমদানি করে আনা হচ্ছে, সেগুলোর রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করছি আমরা। সেগুলোর ডাটাবেজ সংগ্রহে রাখছি। এটা বিটিআরসি দায়িত্বশীলতার জায়গা থেকেই করে আসছে।, মোবাইল ফোন ইন্ডাস্ট্রি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (এমআইওবি) নেতাদের দাবি,

মোবাইল ফোনের অবৈধ বাজারের কারণে দেশীয় উৎপাদন ক্রমাগতভাবে কমছে। সংগঠনটির সভাপতি জাকারিয়া শহীদ বলেন, `অবৈধ মোবাইল ফোনের বাজার বেশ রমরমা। ভ্যাট ফাঁকি দিয়ে মোবাইল ফোন আনা হচ্ছে। চোরাইপথে আসছে। এটা নিয়ন্ত্রণ করা খুবই জরুরি। তা না হলে দেশীয় উৎপাদকরা আরও কোণঠাসা হয়ে পড়বে।, অবৈধভাবে আনা হোক, আর বৈধভাবেই আনা হোক, দেশে সক্রিয় এখন সব মোবাইল ফোনই `বৈধ,। এসব ফোন যদি অবৈধভাবেও দেশে আনা হয়ে থাকে, তবুও তা নিবন্ধনের আওতায় চলে এসেছে। নতুন করে নিবন্ধন করাও লাগবে না। বিটিআরসির কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন। ফলে মোবাইল হ্যান্ডসেট বৈধ নাকি অবৈধ, নেটওয়ার্কে চলবে নাকি, চলবে না- এ নিয়ে ব্যবহারকারীর কোনো দুশ্চিন্তা থাকছে না। বিটিআরসি সূত্র জানায়, দেশের মোবাইল নেটওয়ার্কে আসা কোনো হ্যান্ডসেটই বন্ধ হচ্ছে না। আগের মতো বিটিআরসির ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টারে (এনইআইআর) মোবাইল নেটওয়ার্কে আসা সব হ্যান্ডসেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধন হয়ে যাবে। নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের আলোচনায় উঠে আসে, মোবাইল হ্যান্ডসেট বা প্রযুক্তিপণ্য ব্যবহারে জনগণের কোনো ভোগান্তি হতে দেওয়া যাবে না। বিটিআরসি দেশে সচল সব হ্যান্ডসেটের বিস্তারিত ডাটাবেজ সফলভাবে রাখছে। অন্যদিকে দেশের বাইরে থেকে কোনো হ্যান্ডসেট এলে সেটির ওপর ভ্যাট-ট্যাক্স আদায়ের কাজটি এনবিআরের। আর হ্যান্ডসেটটি কীভাবে এসেছে সেটি প্রয়োজন মনে করলে এনবিআর ও আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী যাচাই করতে পারে।

বিটিআরসি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগসহ সরকারের উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠকে সম্প্রতি এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানান কমিশনার প্রকৌশলী শেখ রিয়াজ আহমেদ। তিনি বলেন, `নতুন সিদ্ধান্ত হয়েছে, যে মোবাইল ফোনগুলো অলরেডি নেটওয়ার্কে ঢুকে গেছে, সেগুলো অটোমেটিক রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করেছে বলে ধরে নেওয়া হবে। কোনো মোবাইলের নেটওয়ার্ক আলাদা করে বিচ্ছিন্ন করা হবে না।, সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক জাগো নিউজকে বলেন, `অবৈধ মোবাইল ফোনের প্রবেশ ঠেকাতে হবে। এ বিষয়ে আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, তা বাস্তবায়নে অটল রয়েছি। যে মোবাইল ফোনগুলো এখন মানুষের হাতে হাতে, সেগুলো তো হঠাৎ নৈটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। অবৈধভাবে দেশে মোবাইল ফোন আনার দায় তো ব্যবহারকারীর না। যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পদক্ষেপ থেকে আমরা পিছপা হবো না।,

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১২.০৪.২০২৪ প্রতীক)

তাপপ্রবাহ নিয়ে দুঃসংবাদ দিলো আবহাওয়া অধিদপ্তর

আগামীকাল শনিবার গরম বেড়ে তাপপ্রবাহের আওতা বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। আগামী কয়েকদিন দেশের কোথাও সেভাবে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। দু-এক জায়গায় ছিটে-ফোঁটা হতে পারে। এ সময়ে দিনের তাপমাত্রা আরও কিছুটা বেড়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকতে পারে বলেও জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। শুক্রবার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল রাঙ্গামাটিতে। ঢাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃহস্পতিবারের চেয়ে শুক্রবার ঢাকায় তাপমাত্রা কিছুটা বেড়েছে। আবহাওয়াবিদ মো. ওমর ফারুক জানান, শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম এবং সিলেট বিভাগের ওপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা বিস্তার লাভ করতে পারে বলেও জানান এই আবহাওয়াবিদ।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১২.০৪.২০২৪ প্রতীক)

BBC

HAMAS LEADER ISMAIL HANIYEH SAYS THREE SONS KILLED IN AIR STRIKE

Hamas-linked media said the car his sons were travelling in was hit in Al-Shati camp near Gaza City. Haniyeh said that the incident would not change Hamas's demands in talks aimed at reaching a ceasefire deal. Israel's military said the sons were members of Hamas's military wing - a claim denied by Haniyeh. The group was reportedly on its way to a family celebration to mark the first day of the Muslim holiday of Eid. Haniyeh told the broadcaster Al Jazeera that three sons - Hazem, Amir, and Muhammad - had remained in Gaza during the war. A statement from Hamas later said four of Haniyeh's grandchildren - Mona, Amal, Khaled and Razan - were among those killed in what they called the "treacherous and cowardly" strike. Haniyeh said he heard the news as he was visiting wounded Palestinians who had been taken for treatment to the Qatari capital, Doha, which is where the Hamas leader lives.(BBC Web page : 12.04.2024 Ali Ahmed)

ISRAEL DENIES FAMINE LOOMS IN GAZA, BUT EVIDENCE IS OVERWHELMING

In the years since then, it evolved into a gleaming terminal, with complex layers of concrete walls, defenses and steel gates, all covered with dozens of CCTV cameras. Only the very

trusted and privileged were allowed to drive through Erez. Journalists had to walk and drag their bags with them. Until 7 October, when Hamas fighters smashed through Erez. They attacked the nearby military base, killing Israeli soldiers and taking others hostage. Since then, it has been closed to all but the Israel Defense Forces (IDF). As part of Israel's attempt to placate President Joe Biden after seven workers from the World Central Kitchen charity were killed by the IDF, Prime Minister Benjamin Netanyahu promised to reopen Erez to humanitarian convoys. (BBC Web page : 12.04.2024 Ali Ahmed)

COLOMBIA DROUGHT: FOUR-MINUTE SHOWERS - A PARCHED BOGOTA RATIONS WATER

It comes as the El Niño climate phenomenon pushes reservoir levels to their lowest point in decades. Officials have split the region around the capital into nine zones - each zone taking turns to switch off water services for 24 hours. Hospitals and schools are exempt. The city's mayor called the situation dire. Restrictions announced earlier in the week came into force on Thursday. Authorities will reassess the situation every two weeks under the rationing plan. "Let's not waste a drop of water in Bogota at this time," Mayor Carlos Fernando Galán said in a press conference to announce the measure. "That will help us so that these restrictions can be lifted more quickly or reduced," he continued. A lack of rain and unusual heat has seen Colombia's reservoirs dry up at an alarming rate.
(BBC Web page : 12.04.2024 Ali Ahmed)

FIRST EUROPEAN CITIZEN JAILED UNDER HK SECURITY LAW

A Portuguese man has become the first European citizen jailed under the China-imposed National Security Law in Hong Kong, a law widely criticized by rights groups. Joseph John, also known as Wong Kin-chung, holds a Portuguese passport and Hong Kong residency and was previously based in the UK. He was arrested for posting pro-independence and anti-China content on social media, after returning to Hong Kong to visit family in 2022 In February, he was convicted of "secession" and on Thursday sentenced to five years in jail. Under the law, secession is the offence of advocating for Hong Kong to break away from China. (BBC Web page : 12.04.2024 Ali Ahmed)

RUSSIA KAZAKHSTAN FLOODS: WATER LEVELS SWAMP ORENBURG HOUSES

The city's mayor urged many residents to leave home, as sirens sounded. Levels in Orenburg are likely to peak on Friday, but floods are expected to spread through neighboring regions over the coming days and weeks. Kazakhstan has also been badly affected, with 100,000 people evacuated from their homes in the last week. The flooding is being described as the worst to hit the region in 80 years. Last week, several rivers - including the Ural, Europe's third-largest - burst their banks. A number flow back and forth between Russia and Kazakhstan. High seasonal temperatures have led to rapidly melting snow and ice, compounded by heavy rains. (BBC Web page : 12.04.2024 Ali Ahmed)

'HUGE AMOUNT' OF GAZA SURGERY ON CHILDREN, SAYS UK DOCTOR

Dr Victoria Rose said a "huge amount" of her work was on children under 16, including many under six. She said she had treated people with bullet wounds, burns and other injuries. She added the lack of food available in Gaza meant patients were not strong enough to heal properly. Over 76,000 Gazans - mainly civilians - have been injured by Israel over the course of the war, the Hamas-run health ministry says, while 33,000 people have been killed. The war was sparked by Hamas attacking Israeli communities near Gaza last October, killing about 1,200 people, mainly civilians, and taking about 250 hostages to Gaza. Dr Rose, a consultant plastic surgeon, spent two weeks from late March at the European Hospital near Khan Younis in southern Gaza. (BBC Web page : 12.04.2024 Ali Ahmed)

BRIGHTEST-EVER COSMIC EXPLOSION SOLVED BUT NEW MYSTERIES SPARKED

But in doing so they have run up against two bigger mysteries, including one that casts doubt on where our heavy elements - like gold - come from. The burst of light, spotted in 2022, is now known to have had an exploding star at its heart, researchers say. But that explosion, by itself, would not have been sufficient to have shone so brightly. And our current theory says that some exploding stars, known as supernovas, might also produce the heavy elements in the universe such as gold and platinum. But the team found none of these elements, raising new questions about how precious metals are produced. Prof Catherine

Heymans of Edinburgh University and Scotland's Astronomer Royal, who is independent of the research team, said that results like these help to drive science forward.
(BBC Web page : 12.04.2024 Ali Ahmed)

BELGIUM PROBES RUSSIAN INTERFERENCE IN EU ELECTIONS

Moscow's aim was to bring more pro-Russian candidates into the European Parliament, said Prime Minister Alexander de Croo. "Weakened support for Ukraine serves Russia on the battlefield," he said. The Czech government said recently that it had broken up a pro-Kremlin network. Intelligence agencies both in Prague and Poland said the Voice of Europe news website had been funded by Moscow to spread propaganda and funnel cash to sympathetic European politicians. The website has not responded to the allegations. Referring to the Czech revelations, Prime Minister Alexander de Croo said Belgian intelligence had confirmed that spy networks were operating in Belgium and several other European countries. (BBC Web page : 12.04.2024 Ali Ahmed)

NETANYAHU MEETS OFFICIALS AS FEARS OF IRAN ATTACK ON ISRAEL GROW

Tensions are high over the possibility that Tehran will retaliate for an air strike that killed senior Iranian commanders nearly two weeks ago. US officials have told CBS News, the BBC's US partner, that a "challenging" major attack on Israel could happen imminently. Israel has said it is ready "defensively and offensively". Prime Minister Benjamin Netanyahu is expected to meet members of his war cabinet, including Defense Minister Yoav Gallant and opposition figure Benny Gantz. One US official CBS spoke to warned Iran could use more than 100 drones, dozens of cruise missiles and possibly ballistic missiles. These would reportedly be aimed at military targets in Israel. The official added that there was still a possibility Iran could decide to hold back. "I can't speak to the size, scale, scope of what that attack might look like," US National Security Council spokesman John Kirby said on Friday, adding that the Iranian threat was "credible" and that Washington was "watching it as closely as we can".(BBC Web page : 12.04.2024 Ali Ahmed)

::The End::